এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মিঠুন চক্রবর্তী, দেখতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী
তামিলনাড়ুতে চাকরির টোপ দিয়ে বাংলাদেশে নারী পাচার! ৩

কলকাতা ৮ অগস্ট ২০২৬ ২২ শ্রাবণ ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.08.2026, Vol. 20 Issue No. 59, 8 Pages, Price 3.00

ভবানীপুরে তিরঙ্গা যাত্রায় জনস্রোত

সোমবার ৫০ হাজার মানুষ নিয়ে মিছিলের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সরকার বদলের পর প্রথম বার কেন্দ্রের 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে রাজ্য। তাই স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সেই কর্মসূচির প্রচার শুরু করে শুক্রবার ভবানীপুরে তিরঙ্গা যাত্রায় নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার সার্ভে বিল্ডিং থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিলে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। জাতীয় পতাকায় ঢেকে যায় রাস্তা।

এই মিছিল শেষে হাজরা মোড়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনসমাগমে সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে মিছিলে এত মানুষ যোগ দিয়েছেন, তা দেখে আপ্লুত। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।' এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই মিছিলে শিল্পমন্ত্রী তাপস চট্টোপাধ্যায়, স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন-সহ বিজেপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকেরা অংশ নেন। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও মিছিলে পা মেলাতে দেখা যায়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণের কথা আগেই ঘোষণা করেছে সরকার। পাশাপাশি তিরঙ্গা র‍্যালি, পদযাত্রা, আলোকসজ্জা এবং

প্রথমবার কেন্দ্রের 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির প্রচার শুরু করে শুক্রবার ভবানীপুরে তিরঙ্গা যাত্রায় নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বিভিন্ন দেশাত্মবোধক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। 'নেশন ফার্স্ট' বা 'দেশ আগে', এই ভাবনাকে সামনে রেখেই কেন্দ্রের কর্মসূচিতে রাজ্যের অংশগ্রহণ বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে ৭ অগস্ট নিজের বিধানসভা এলাকায় তিরঙ্গা যাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন। সেই ঘোষণা মতোই শুক্রবার বিকেলে সার্ভে বিল্ডিং থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন তিনি। শুক্রবারের মিছিল শেষে আগামী কর্মসূচির কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা, 'আগামী ১০ তারিখ আমরা নেতাজি মূর্তি থেকে আবার তিরঙ্গা যাত্রা করব। ৫০ হাজার মানুষকে নিয়ে ঐতিহাসিক তেরঙ্গা যাত্রা হবে। বিড়লা তারামণ্ডলের ৭ নম্বর গেট পর্যন্ত যাব আমরা। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির আহ্বানের কথাও উল্লেখ করেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, ''প্রধানমন্ত্রী ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'দিল সে তেরঙ্গা, প্যায়ার সে তেরঙ্গা, হর ঘর তেরঙ্গা'। এই যাত্রা জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে আয়োজিত।'' রাজ্যের বর্তমান সরকারকে 'রাষ্ট্রবাদী সরকার' হিসেবে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় এবার রাষ্ট্রবাদী সরকার গঠিত হয়েছে। সব জনগণকে আগাম স্বাধীনতা দিবসের রাষ্ট্রবাদী অভিনন্দন।'

ব্লাড ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারি, রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রক্ত সংগ্রহ ও বণ্টনে মারাত্মক অনিয়ম এবং অর্থের বিনিময়ে ভিনরাজ্যে ব্লাড ও প্লাজমা পাচারের অভিযোগে উত্তাল রাজ্য স্বাস্থ্য মহল। এই কাণ্ডে অভিযুক্ত ১১টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের ওপর পাড়ায় পাড়ায় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। সরকারের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল একটি অভিযুক্ত বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে আদালত সরকারের কাছে জানতে চায়, পাচার ও অনিয়মের তদন্ত বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে সে ব্যাপারে। এরপই বিচারপতি কৃষ্ণ রাও নির্দেশ দেন, আগামী ১৪ অগস্টের মধ্যে রাজ্যকে এ বিষয়ে বিশদ তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি স্থির করা হয়েছে ১৯ অগস্ট। এদিকে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, সম্প্রতি বেশ কিছু বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে সারপ্রাইজ ভিজিট চালান স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। সেই পরিদর্শনেই সামনে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর অনিয়ম। দেখা যায়, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কিংবা ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিলের কোনওরকম অনুমতি না নিয়েই অনৈতিকভাবে ভিনরাজ্যে রক্ত ও রক্তের উপাদান পাচার করা হচ্ছে।

শুক্রবার শিখ গুরু মহারাজের প্রকাশ উৎসব উপলক্ষে ভবানীপুরের সন্ত কুটির গুরুদ্বারে গিয়ে প্রার্থনা করার পর লঙ্গর সেবাতেও অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

গুরুদ্বারে প্রার্থনা ও সেবা

শিখ সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিখ গুরু মহারাজের প্রকাশ উৎসব উপলক্ষে শুক্রবার ভবানীপুরের সন্ত কুটির গুরুদ্বারে গিয়ে প্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পবিত্র ধর্মস্থানে আশীর্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি লঙ্গরের সেবাতেও অংশ নেন তিনি। নিজে বাসন মাজতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। পরে লঙ্গরের প্রসাদও গ্রহণ করেন।

শুক্রবার গুরুদ্বারে উপস্থিত শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা নির্বাচনের সময় শিখ সমাজের সমর্থনের কথা উল্লেখ করে তাঁদের ধন্যবাদও জানান তিনি। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনে শিখ সম্প্রদায়ের ভাই-বোনেরা আমাকে সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন। তার জন্য আমি আপনাদের সকলের কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।'

নির্বাচনের আগে এই গুরুদ্বারে আসার কথাও স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে আমি এখানে এসে গুরু মহারাজের আশীর্বাদ নিয়েছিলাম। আজ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।' শুক্রবারের অনুষ্ঠানে রাজ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়েও নিজের সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন শুভেন্দু। এক্ষেত্রে বিরোধীদের অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকার খর্ব হবে বলে ভোটের আগে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি বলেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

তিনি আরও বলেন, 'আমরা কারও ধর্ম পালনে কোনও বাধা দিইনি, দেবও না। ভোটের আগে বলা হয়েছিল, বিজেপি সরকার এলে মুসলমানরা নামাজ পড়তে পারবেন না। কিন্তু বাস্তবে আপনারা দেখেছেন, বকরি ইদ শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা ও আইন মেনেই সব হয়েছে।' মহরম নিয়েও একই দাবি করেন তিনি। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'মহরমেও মানুষ আইন মেনে শান্তিতে শোভাযাত্রা বের করেছেন। কোনও রকম অস্ত্র প্রদর্শন করা হয়নি। কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি।' এর পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতিও বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে সংযম ও আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'সবাই ভদ্র থাকবেন, আইন মেনে চলবেন। হট্টগোল বা ডিজে বাজানো থেকে দূরে থাকবেন। যার যে ধর্ম, তিনি তা সুন্দর ভাবে পালন করবেন। অন্যকে উস্কানি দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।'

আইন মেনে চললে রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'সবাই আইন মানলে রাজ্যে সবকিছু সুন্দর ভাবে এবং শান্তিতে চলবে।'

'বিপ্লবীরা গুলি খেয়েছেন, আপনি ডিমে ভয় পাচ্ছেন কেন?'

মহুয়াকে থানায় হাজিরা দেওয়ার সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: ধর্মীয় অবমাননার মামলায় সশরীরেই থানায় হাজিরা দিতে হবে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। তাঁর ভার্চুয়াল হাজিরার আবেদনে শুক্রবার কর্ণপাত করেনি সুপ্রিম কোর্ট। শেষে আবেদন তুলে নিতে হয়েছে মহুয়ার আইনজীবীকে। ডিম ছোড়ার ঘটনা উল্লেখ করে থানায় ভার্চুয়াল হাজিরার আবেদন জানিয়েছিলেন মহুয়া। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দৃষ্টান্ত টানেন এবং জানিয়ে দেন, কোনও সাংসদেরই ডিমকে ভয় পাওয়া উচিত নয়।

বিচারপতি দত্তের মন্তব্য, 'রাজনীতিতে যখন নেমেছেন, ডিমের ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তো বুক পেতে গুলি খেয়েছিলেন।' সাংসদের সামান্য ডিম ছোড়ার মতো ঘটনাকে ভয় পাওয়া উচিত নয় বলে মনে করে শীর্ষ আদালত। এর পরেই মহুয়ার আইনজীবী মামলা প্রত্যাহারের আবেদন জানান। বিচারপতি সেই অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ, ধর্মীয় অবমাননা মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল থাকছে। মহুয়াকে ১৪ অগস্ট সশরীরে নদিয়ার থানায় হাজিরা দিতে হবে এবং তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে এ রাজ্যের নদিয়ার হোগলাবেড়িয়া থানায়। সেই মামলায় কৃষ্ণনগরের সাংসদকে রক্ষাকবচ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

'চিন্তার কিছু নেই, সব এনডিএ শরিকদের পাশে আছি'

এনসিপিআই সাংসদদের রিপোর্ট কার্ড দিয়ে আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে প্রাতরাশ সারলেন এনসিপিআই-এর সাংসদেরা। শুক্রবার সকালে এনডিএ-র অন্য সাংসদদের পাশাপাশি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদারেরাও প্রধানমন্ত্রীর ৭, লোককল্যাণ মার্গের বাড়িতে যান। সেখানে মোদীর সঙ্গে আলাপচারিতা হয় তাঁদের। এই সাংসদদের বেশ কিছু পরামর্শও দেন প্রধানমন্ত্রী।

এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকের পর সকলের সঙ্গে এই ফ্রেমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, শুক্রবার অন্য এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়েছিলেন তিন 'বেসুরো' সাংসদ আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পঠানও।

সংসদে বিরোধীদের হট্টগোল ও বারবার অধিবেশন ব্যাহত হওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে নিজের সরকারি বাসভবনে এনডিএ-র শরিক দলগুলির লোকসভা সাংসদদের সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকে তিনি সংসদীয় কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য সাংসদদের বার্তা দেন। শুক্রবারের ব্রেকফাস্ট বৈঠকে যোগ দেন মোট ৪৭ সাংসদ। সেখানে প্রত্যেকের নামাঙ্কিত আলাদা আলাদা চেয়ার ছিল। সেই চেয়ারে একটি করে মুখবন্ধ খাম রাখা ছিল। ওই খাম আসলে প্রত্যেক সাংসদের সোশ্যাল মিডিয়া পারফরম্যান্সের রিপোর্ট কার্ড। গত ৩ মাসে ওই সাংসদরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে কী পোস্ট করেছেন, ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রামে তাঁদের কেমন সক্রিয়তা সেসব ছিল ওই রিপোর্ট কার্ডে। তবে ওই রিপোর্ট কার্ড নিয়ে এদিনের বৈঠকে বিশেষ আলোচনা হয়নি। পুরো সময়টাই প্রধানমন্ত্রী কাটিয়েছেন খোশমেজাজে। প্রত্যেক সাংসদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কথা বলেছেন বলে খবর।

নতুন করে এনডিএ-তে আসা সাংসদদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি আপনাদের পাশে আছি। এনডিএ একটি ঐক্যবদ্ধ পরিবার। প্রতিটি শরিক দলের পাশে আমরা রয়েছি।' একই সঙ্গে তিনি জানান, কোনও একটি দলের বদলে এনডিএ-র প্রতিটি সাংসদই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সকলকে যথাযথ সম্মান এবং কাজের সুযোগ দেওয়া হবে বলেও এদিন আশ্বাস দেন তিনি।

শুক্রবারের বৈঠকে সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়েও আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সংসদ গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। সেখানে হইচই ও লাগাতার বাধার কারণে নতুন এবং তরুণ সাংসদরা তাঁদের বক্তব্য রাখার সুযোগ পাচ্ছেন না। বিষয়টি তিনি অত্যন্ত অনুচিত বলে মন্তব্য করেন। এছাড়াও সাংসদদের সংসদীয় গ্রন্থাগারে থাকা পুরনো নথি ও তথ্য কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বিতর্কের প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, সংসদে তথ্যনির্ভর ও গঠনমূলক আলোচনা আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

নিজ নিজ রাজ্য এবং লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নের দিকেও সাংসদদের বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'প্রতিটি রাজ্যের উন্নতি হলেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব।' এলাকার কোনও উন্নয়নমূলক কাজ আটকে থাকলে বা কোনও সমস্যা দেখা দিলে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শও দেন তিনি।

মোদী-সুখবীর বৈঠকে জল্পনা

■ **ছ'বছর পরে আবার বিজেপির সহযোগী হতে পারে শিরোমণি অকালি দল! মঙ্গলবার এমনই জল্পনা দানা বেঁধেছে জাতীয় রাজনীতিতে। সৌজন্য, সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে শিরোমণি অকালি দলের প্রধান তথা পঞ্জাবের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর বাদলের বৈঠক। আধঘণ্টার ওই বৈঠকের পরে কোনও পক্ষই কিছু বলেনি। তবে কটাক্ষ করেছে পঞ্জাবের শাসকদল আম আদমি পার্টি (আপ)। পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের বাকি আর ৪ মাস। লড়াইয়ে ঝাঁপাতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সব রাজনৈতিক দলগুলি। এই ডামাডোলের মাঝেই শুক্রবার দিল্লি এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন শিরোমণি অকালি দলের প্রধান সুখবীর সিং বাদল। মনে করা হচ্ছে, অতীতের অভিমান ভুলে ভোটের আগে ফের এনডিএ শিবিরে যোগ দিয়ে পারে আকালি দল।**

'জিরো টলারেন্স'

■ **২০২৫ সালে তৈরি নতুন নিয়ম মেনেই নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। কলকাতা হাইকোর্টে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় তারা শুক্রবার অবস্থান স্পষ্ট করেছে। বলা হয়েছে, নতুন নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগপ্রক্রিয়া হলেও দুর্নীতিতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলবে রাজ্য সরকার। বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার এজলাসে দাঁড়িয়ে রাজ্যের তরফে এদিন আদালতে সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানান, নিয়োগ দুর্নীতিতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি রাজ্য সরকারের। তাই পরবর্তীকালে নিয়োগে কোনও দুর্নীতির জায়গা নেই।**

টুলুর পাথর

■ **এ বার টুলু মণ্ডলের পাথর নিলাম করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করল বীরভূম জেলা প্রশাসন। বীরভূমের মহম্মদবাজার পার্কিং থেকে বাজেয়াপ্ত হয় ১৬ লক্ষ ঘনফুট পাথর। তার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩২ কোটি টাকা! অভিযোগ, অবৈধ ভাবে সেগুলি মজুত রাখা হয়েছিল। সূত্রের খবর, আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর এই নিলাম প্রক্রিয়া হবে।**

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আকাশবাণীতে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ ১৫ বছরের বিরতির পর পশ্চিমবঙ্গে ফিরছে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণের পুরনো ঐতিহ্য। এ বার অল আকাশবাণীর মাধ্যমে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর প্রোটোকল অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণের পরেই সম্প্রচারিত হবে মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা। যদিও সম্প্রচারের নির্দিষ্ট সময় এখনও সরকারিভাবে জানানো হয়নি।

এক সময় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার মারফত রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেওয়া ছিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়মিত রীতি। বাম আমলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই প্রথা মেনেই স্বাধীনতা দিবসের আগে রাজ্যের মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন। কিন্তু গত দেড় দশকে সেই রেওয়াজে ছেদ পড়ে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এই বেতার ভাষণের প্রথা আর চালু রাখা হয়নি।

১৫ বছর পর ফিরছে পুরনো ঐতিহ্য

ক্ষমতার পালাবদলের পর সেই পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেই জানিয়েছেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিনি আকাশবাণীর মাধ্যমে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বাংলার ঐতিহ্য ও ইতিহাস সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছে। বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতেও তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণ সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।

তবে শুধু পুরনো রীতি ফিরিয়ে আনাই নয়, পূর্বতন সরকারের শুরু করা কিছু উদ্যোগও বজায় রাখছে বর্তমান সরকার। স্বাধীনতা দিবসে রেড রোডে কুচকাওয়াজের প্রথা শুরু হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে। তার আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাইটার্স বিল্ডিং প্রাঙ্গণেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতেন। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এ বারও রেড রোডের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ইতিমধ্যেই স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে নানা কর্মসূচি। তিরঙ্গা যাত্রা, দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনের পাশাপাশি ১৫ বছর পর মুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণের প্রত্যাবর্তন এ বারের স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপনে বিশেষ তাৎপর্য যোগ করতে চলেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Sathi Pramanik, W/o - Sagnik Kumar, Resident of New Market, Kalna-Pandua Road, P.O & P.S- Pandua, Dist- Hooghly, Pin - 712149, was originally known by the name of Sathi Das by birth. Thereafter due to the marriage with Dibyendu Pramanik, I got acquainted by the name of Sathi Pramanik. After getting Decree of Divorce with Dibyendu Pramanik, subsequently I got married with Sagnik Kumar, S/o. Parimal Kumar and got acquainted by the name of Sathi Kumar. By dint of Affidavit being no. 17435 sworn before the Ld. Court of Judicial Magistrate, 1st Class, Add. Court, Hooghly at Chinsurah, I have changed my surname from Pramanik to Kumar. Henceforth, I shall be known and aquianted by name of Sathi Kumar instead of Sathi Pramanik. Sathi Das and Sathi Pramanik and Sathi Kumar is the name of same and one identical person i.e., myself and all my documents should be changed accordingly. This notice is being published for knowledge of all concerned.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 30/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগণা, কোর্টে 239 নং এফিডেভিট বলে আমি Lakhi Chand Chauhan S/o. Lt. Ram Sakal Chauhan, সাং এস. এন. ব্যানার্জী রোড, মনিরামপুর, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগণা, কলকাতা-৭০০১২০, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্ত্রী Payari Devi W/o. Lakhi Chand Chauhan, Paro Devi Chauhan W/o. Lakhi Chand Chowhan & Payari Devi D/o. Munni Mahto, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। যে নামগুলি আমার স্ত্রীর দলিল (I-04660/2007) ও অন্যান্য নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 30/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগণা, কোর্টে 238 নং এফিডেভিট বলে আমি Lakhi Chand Chauhan S/o. Ram Sakal Chauhan & Lakhi Chand Mahto S/o. Ram Sakal Mahto সাং এস. এন. ব্যানার্জী রোড, মনিরামপুর, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগণা, কলকাতা-৭০০১২০, পঃবঃ, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। যে নামগুলি আমার দলিল (I-04660/2007) ও অন্যান্য নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

CHANGE OF NAME

I, Narendra Jain, s/o Hansraj Jain r/o 33A, Sawarmani Aldina, Flat No. 16AA, 16th Floor, Canal Circular Road, Bengal Chemicals, Kankurgachi, Kolkata - 700054, West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as Narendra Jain instead of Narendra Kumar Jain as declared before Judicial Magistrate Calcutta vide affidavit no. 150 dated 07.05.2026. Narendra Kumar Jain and Narendra Jain both are same and identical person.

নাম-পদবী

আমি ইসরাফিল মোল্লা ৩১/৭/২০২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Mohammad Molla ও Mosed Molla উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

Change of Name

I, Sk Ismail, S/o Lt. Sekh Akai residing at Vill.-Chowmondalpur, P.O.- Mangaldihi, P.S.-Panrui, Dist.-Birbhum on dated 30/07/26 before Bolpur Court Ld. Judicial Magistrate, 1st Class vide affidavit (No. 2105) that Sk Ismail, S/o Lt. Sekh Akai, Sk Ismail, S/o Late Sk Akai, Sk Ismail, S/o. Lt. Sk Akkel is same & one identical person.

Change of Name

I, Sekh Ibrahim, S/o Sekh Amrul residing at Vill.-Hajratpur, Bilati Sultanpur, P.S.-Panrui, Dist.-Birbhum (West Bengal) on dated 10/04/26 before Dubrajpur Court under 1st Class Judicial Magistrate vide affidavit (No. 6612) that Sekh Ibrahim, S/o Sekh Amrul & Sk Ibrahim, S/o Sk Amirul and Sk Amirul & Sekh Amrul is same & one identical person.

গত ১৫.০৫.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত নাম-পদবী বিজ্ঞাপনে 'নোটারী পাবলিক সদর, হুগলী'-র পরিবর্তে পড়িতে হইবে 'নোটারী পাবলিক চন্দননগর'।
-অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

নাম-পদবী

আমি আব্দুল আলিম মন্ডল ৫/৮/২০২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Abdul Aalim Mandal ও Abdul Alam Mondal ও আমার পিতা Sahabuddin Mandal ও Sahabuddin Mondal উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

AFFIDAVIT

I, **SUKLA PAL** W/O Gobinda Chandra Pal residing at Bhatpara Dakshin, P.O.-Cossimbazar, P.S.- Berhampore, Dist.-Murshidabad, PIN- 742102 do hereby declare vide affidavit serial no. 44 filed in the Court of J.M. (1st Class) at Berhampore dated 18.07.2026 that after my marriage, I am known as Sukla Pal and it is recorded in my Aadhaar and PAN Card but in voter card, my name is recorded as Pal Shukla Rani. Before the marriage, I was known as Sukla Karmakar and it is recorded in my certificate of W.B.B.S.E. Sukla Pal, Pal Shukla Rani and Sukla Karmakar i.e. myself am the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Sweta Kumari Singh** W/O Shri Vivek Kumar Rai residing at 70, Guru Garden Road, P.C. Pravash Nagar, P.S.- Serampore, Dist.- Hooghly, PIN-712249, W.B. do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Serampore dated 05.08.2026 that I am the mother and natural guardian of my minor son namely Vedant Rai aged about 7 years. He was born on 12.06.2019 and birth certificate being Regn. No. : B-2019 : 19-90150-000127 dated 18.07.2019. Due to personal and future educational reasons, I have decided to change the name of my minor Child from VEDANT RAI to ATHARV RAI with the strength of this affidavit.

স্বাধীনতা দিবসের আগে লোকভবনে 'সেলিব্রেটিং ফ্রিডম থ্রু বেঙ্গল' প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করছে লোকভবন। আজ শনিবার, ৮ অগস্ট বিকেল ৫টায় লোকভবনের মার্বেল হলে 'সেলিব্রেটিং ফ্রিডম থ্রু বেঙ্গল' শীর্ষক এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি।

৯ থেকে ১৪ অগস্ট পর্যন্ত সাধারণ দর্শক এবং পড়ুয়াদের জন্য প্রদর্শনীটি খোলা থাকবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অবদান সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করে তুলতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রদর্শনী দেখার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা দুর্লভ স্মারক। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাক্ষর-সহ আলোকচিত্র, তাঁর মাতুলকে লেখা চিঠি, চিকিৎসক ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের পাঠানো টেলিগ্রাম, আজাদ হিন্দ সরকারের ১৩টি পদকের সম্পূর্ণ সংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরিত আলোকচিত্র, নন্দলাল বসু ও তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের স্বাক্ষরিত মৌলিক শিল্পকর্ম, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের স্বাক্ষর এবং শতবর্ষ প্রাচীন কলকাতার দুর্লভ পোস্টকার্ডও প্রদর্শিত হবে।

চিঠিপত্র, আলোকচিত্র, ডাকটিকিট, মুদ্রা, পদক, পোস্টকার্ড-সহ নানা ঐতিহাসিক সংগ্রহের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অনন্য অবদান তুলে ধরা হবে এই প্রদর্শনীতে। একই সঙ্গে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও জনসেবার মূল্যবোধের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক সংগ্রহ সংরক্ষণে কাজ করা 'ক্যালকাটা কালেক্টরস ক্লাব'-এর সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

আজ উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল

হাসল ৫- নতুন সিজনের আগে যুক্ত হলেন ইপিআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাসল বরাবরই ভারতীয় হিপ-হপের সেই হোমগ্রাউন্ড, যেখানে কাঁচা প্রতিভা পায় সঠিক দিকনির্দেশনা, যেখানে সংস্কৃতি খুঁজে পায় নিজের কণ্ঠস্বর এবং যেখানে প্রতিটি শিল্পী নিজের সংগ্রামকে একটি আন্দোলনে পরিণত করার সুযোগ পায়। এবছর 'হাসল ৫ - আপনা হোমগ্রাউন্ড' সেই চেতনাকেই উদযাপন করছে, যেখানে শিল্পী, মেন্টর এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে দেশি হিপ-হপের ভবিষ্যৎকে আরও সমৃদ্ধ করছে। আজ ৮ অগস্ট থেকে শুরু হবে এই সিজনের সম্প্রচার। প্রতি শনিবার ও রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় এটি দেখা যাবে জিওহটস্টার এবং এমটিভি ইন্ডিয়ায়। হাসল ৫ - আপনা হোমগ্রাউন্ড-এর প্রিমিয়ারের আগে, ওজি স্কোয়াড বস ইপিআর কলকাতায় ছাত্রছাত্রী, ভক্ত এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেই শহরকে উদযাপন করেন, যাকে তিনি গর্বের সঙ্গে নিজের 'হোমগ্রাউন্ড' বলে মনে করেন।

তোলাবাজি-দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির নিচুতলার নেতৃত্বকে কড়া বার্তা বনসলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর দলের সংগঠনে কোনও ভাবেই তোলাবাজি, দুর্নীতি বা সিন্ডিকেট-রাজ বরদাস্ত করা হবে না। কলকাতা উত্তর শহরতলি এবং বারাসাত সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠকে এমনই কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল। দলের নিচুতলা থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি দলবিরোধী কাজের ক্ষেত্রেও 'জিরো টলারেন্স'-এর বার্তা দেওয়া হয়েছে।

সল্টলেকে বিজেপির দপ্তরে আয়োজিত বৈঠকে বনসল এদিন স্পষ্ট করে দেন, ভুলের পুনরাবৃত্তি মেনে নেওয়া হবে না। তিনি বলেন, ভুল একবার হতে পারে, বার বার নয়। এরপর কেউ ভুল করলে বা কোনও ভুল কাজ করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, বুথস্তর থেকে জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং অনিয়মের একাধিক অভিযোগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যেই দলের কয়েক জন সদস্যকে বহিষ্কার ও সাসপেন্ড করা হয়েছে। যদিও তাতেও পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে মনে করছে দল। সেই কারণেই জেলা ধরে ধরে জরুরি বৈঠক শুরু করেছেন বনসল।

এই বৈঠকে নেতৃত্বকে একাধিক বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোনও জেলা সভাপতি বা বিধায়কের সিদ্ধান্তই একক ভাবে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে না। দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একই সঙ্গে কোর কমিটির আকার ছোট করে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের একাংশ সদস্যদের তোলাবাজি এবং সিন্ডিকেট-রাজের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই আগষ্ট। ২২ শে শ্রাবণ। শনি বার। দশমী তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবির মহাদশা ও বিংশোত্তোরী চন্দ্রে র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(বিশেষ দিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস।)

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস, পিতা- ভজন বিশ্বাস, সাং- পাকুড়গাছি, থানা+পো:- ভীমপুর, নদীয়া, গত ইং- ১৩/১১/২০১৯ তারিখে ADSR, Krishnagar অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-315/2019 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মালিক যথাক্রমে- মায়া হালদার, বিষ্ণুপদ হালদার, আনন্দ হালদার ও পূর্ণ্য হালদার, সর্ব স্বামী ও পিতা- ৺ভগীরথ হালদার, মহাশয়/মহাশয়া দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। এখানে আমার মক্কেল বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস, চাপড়া, কড়ুইগাছি, নদীয়া নিবাসী সোমনাথ মন্ডল, পিতা- ৺সাধন মন্ডল মহাশয়কে গত ইং- ১০/০১/২০২০ তারিখে ADSR, Krishnagar অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 267/2020 নং দলিলে, ১৩৮ নং মুড়াগাছা মৌজাস্থিত, এল.আর. ৮৫৬, ৮৫৭ ও ৮৫৮ নং খতিয়ানে, আর.এস ও এল.আর ৬৩২ নং দাগে ২.১৮ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। যদি এই সম্পর্কে কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O., Krishnagar-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Samarjit Paul, Advocate
Dist. Judge's Court, Krishnagar, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **তাপস রায়**, প্রয়াত রমেশ চন্দ্র মিত্রের আইনানুগ উত্তরাধিকারী **রিন্টু মিত্র, রাজীব মিত্র ও রাজদীপ মিত্রের** সঙ্গে, কলকাতা-৭০০০৮৫, বেলেঘাটা থানাধীন, ৪৪, হেমচন্দ্র নস্কর রোডস্থিত ভবনের চতুর্থ তলার ৩ নং ফ্ল্যাট এবং ভূতলের একটি গ্যারেজ সংক্রান্ত একটি বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করেছেন। উক্ত সম্পত্তির উপর যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো দাবি, স্বত্ব, অধিকার, স্বার্থ, লিয়েন অথবা আপত্তি থেকে থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায়, পরবর্তীকালে উত্থাপিত কোনো দাবি বা আপত্তি, যদি থাকে, তা পরিত্যক্ত ও অগ্রাহ্য বলে গণ্য হবে।

শ্রী অমিতাভ রায়, অ্যাডভোকেট
আলিপুর ক্রিমিনাল কোর্ট
বার অ্যাসোসিয়েশন, রুম নং-১
কলকাতা- ৭০০০২৭
মোবাইল: ৯৮৩০৪৪১৫৫৭

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মোকাম সিভিল জজ চুঁচুড়া সিনিয়ার ডিভিশন ফার্স্ট কোর্ট হুগলি। কাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত।

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৯২/২০২৪

দরখাস্তকারিণী: শ্রীমতি মিতা ঘোষ, স্বামী স্বর্গীয় সরোজ ঘোষ

দরখাস্তকারিণী **শ্রীমতি মিতা ঘোষ**, স্বামী স্বর্গীয় সরোজ ঘোষ, সাং মোগল তুলি, পোস্ট ও থানা চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং ৭১২১০১। স্বর্গীয় ব্যক্তি সরোজ ঘোষ পিতা স্বর্গীয় শান্তি নাথ ঘোষ সাং মোগল তুলি, পোস্ট ও থানা চুঁচুড়া, ডিস্ট্রিক্ট- হুগলী। পিন নং ৭১২১০১।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে অদ্য মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারিণী/ এক্সিকিউটর **শ্রীমতি মিতা ঘোষ** সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন ফার্স্ট কোর্ট হুগলি, চুঁচুড়া কাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, চুঁচুড়া হুগলী আদালতে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া স্বর্গীয় **সরোজ ঘোষ** পিতা স্বর্গীয় শান্তি নাথ ঘোষ এর মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারিশন / সাকসেশন পাইবার জন্য ২০২৪ সালের ৯২ নং সাকসেশন সার্টিফিকেট মোকর্দ্দমাটি দায়ের করিয়াছে যাহা অত্র আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

সেকারণে জানানো যাইতেছে যে নোটিশ প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত সাকসেশন মোকর্দ্দমার দরখাস্তের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত ব্যক্তি বা অপর কোনো ব্যক্তির কোনো আপত্তি থাকিলে তাহারা নিজে অথবা উকিল বাবু মারফত হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানি মতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির পরিচয়। (Schedule)

Stock/Mutual Fund name	Folio No.	Holder's Name	No. of Shares	Share price (as on 3rd November , 2023) in INR	Total value (as on 3rd Novembe, 2023) in INR
HDFC Bank Limited	0097643	Swaraj Ghosh	2000	1484.50	29,69,000.00
SBI Magnum Equity ESG Fund - Regular Plan-IDCW (ISIN: INF200K01198)	70189724	Swaraj Ghosh	900	56.145	50530.50
UTI Multicap Fund- Regular plan- Dividend payout option	10516624 356	Swaraj Ghosh	722.642	13.994	10112.65
Canara Robeco Equity Diversified - Regular Dividend	91628534	Swaraj Ghosh	445.207	175.69	78218.40

Total value: Rs. 31,07,861.55
Details of the Bank A/c. No. HDFC Bank Ltd. **Account number: 50100228251652**, IFSC: HDFC0001741, Account holder name: **Mita Ghosh**, Details of the Demat Account DPID: IN301549, **DP Account Number: 56641825**, Account holder name: **Mita Ghosh**

দরখাস্তকারিণীর তরফ হইতে
উকিলবাবুর স্বাক্ষর
Priyanka Dey, Advocate.
Reg no - WB-950/2011

আদেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট হুগলী

মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে উপদেষ্টা কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উদযাপনকে স্মরণীয় করে তুলতে উচ্চপর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার। এক বছরব্যাপী এই উদযাপনের মাধ্যমে মহানায়কের জীবন, কর্ম এবং বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই হবে কমিটির মূল লক্ষ্য।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সহ-পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায়। কার্যকরী সভাপতি করা হয়েছে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে।

কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. সৌমিত্র মোহন। গোটা বছরব্যাপী উদযাপনের পরিকল্পনা, বিভিন্ন কর্মসূচির সমন্বয় এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বে প্রশাসনিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন অভিনেতা জিৎ মদনানি, দেব (দীপক অধিকারী), আবির চট্টোপাধ্যায়, যীশু সেনগুপ্ত, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গাঙ্গুলি, গৌরব চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক সৃজিত মুখার্জি, কৌশিক গাঙ্গুলি, চিত্রগ্রাহক সৌমিক হালদার, শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত কুণ্ডু এবং প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী।

নৈহাটির দেবক মোড় থেকে রাজেন্দ্রপুর যাওয়ার রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : নৈহাটির দেবক মোড় থেকে রাজেন্দ্রপুর মাছ বাজার যাওয়ার রাস্তা আজ বেহাল দশায় পরিণত। অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রতিদিন স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে অফিসযাত্রী, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ এই রাস্তার মাঝে গজিয়ে উঠেছে বড় বড় গর্ত। আর বর্ষার জলে গর্তে জল জমে মরণফাঁদের আকার নিয়েছে। খানাখন্দে ভরা এই রাস্তায় মাঝে-মধ্যেই সাইকেল, মোটর সাইকেল কিংবা টোটো উল্টে দুর্ঘটনা ঘটছে। দেবকের বাসিন্দা বাইক আরোহী প্রভাস পাল জানান, প্রতিদিন তিনি ছেলেকে নিয়ে বাইকে করে নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতনে পৌঁছতে যান। আবার ছুটির পর ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তাঁর অভিযোগ, রাস্তার হাল খুব খারাপ। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তাঁদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। ব্যারাকপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত ঘোষের জানান, বর্ষা কাটলেই জেলা পরিষদের উদ্যোগে বেহাল এই রাস্তাটিকে সংস্কার করা হবে। তাছাড়া রাস্তার ধারে পাকা ড্রেনও করা হবে।

পুলিশের জালে পানিহাটির ত্রাস মানস লোধ ওরফে বোচা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খুন, তোলাবাজি, হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের জালে পানিহাটির ত্রাস মানস লোধ ওরফে বোচা। বেশ কিছুদিন ধরেই কুখ্যাত এই অপরাধীকে পুলিশ খুঁজছিল। বৃহস্পতিবার রাতে খড়দা থানার পুলিশ মোবাইলের টাওয়ার লোকেট করে উত্তর ২৪ পরগনার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বোচাকে পাকড়াও করেছে। প্রসঙ্গত, একদা পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত ছিল ধৃত এই বোচা। তোলাবাজির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ধৃত বোচা বলেন, দীর্ঘ ১৪ বছর পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর গোবিন্দ দাস তাঁকে এলাকায় ঢুকতে দেয়নি। এমনকী মৃত্যুর পর তাঁকে মায়ের মুখটাও পর্যন্ত দেখতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই তিনি নিজের এলাকায় ঢোকেন। ধৃতের দাবি, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

দুর্নীতি রুখতে পঞ্চায়েতে বড় রদবদল ১১০০ কর্মীকে বদলির দাবি দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিল রাজ্যের নতুন সরকার। পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রশাসনিক স্তরে একাধিক পরিবর্তনের কথা জানালেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার তিনি দাবি করেন, দীর্ঘদিন একই জায়গায় থাকা কর্মীদের বদলি করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে সাধারণ মানুষকেও আইনি পথে এগিয়ে আসতে হবে।

শুক্রবার দিলীপ আরও বলেন, পঞ্চায়েত দপ্তরে তিন বছরের বেশি সময় একই জায়গায় থাকা কর্মীদের বদলি করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা স্তরে প্রায় ১১০০ কর্মীকে সরানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে দাবি মন্ত্রীর। অন্যান্য দপ্তরের মতো দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতেও পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানান দিলীপ। তাঁর কথায়, 'পঞ্চায়েতি বিল নিয়ে এসেছি আমরা। যে পঞ্চায়েত প্রধানরা দুর্নীতি করেন, তাঁদের কাছ থেকে আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছি। সরকারি ভাবে যতটুকু করা সম্ভব, করব।'

সম্প্রতি রাজ্যে অ্যান্টি কোরাপশন ব্রাঞ্চ বা দুর্নীতি দমন শাখার কাজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবারই এই শাখার হাতে একজন গ্রেপ্তার হন। সেই প্রসঙ্গেই মন্ত্রী জানান, প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি ঠেকাতে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি অভিযোগ জানানোয় সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।

রাজ্যের মানুষের প্রতি দিলীপের আবেদন, 'সাধারণ মানুষকে বলেছি, সবাই আইনের সাহায্য নিন। অভিযোগ করুন। থানায় যান।' তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনের কাছে অভিযোগ না জানিয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকলে তা সম্ভব নয়। মন্ত্রীর কথায়, 'অভিযোগ না করে কেউ যদি স্বপ্ন দেখেন, সোনার বাংলা হয়ে গিয়েছে, তাহলে ভুল করছেন।'

এদিন রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন দিলীপ। আগের সরকারের বিরুদ্ধে শিল্পের জমি এবং নির্দিষ্ট শিল্পনীতির অভাবের অভিযোগ তুলে তিনি জানান, নতুন সরকার বিনিয়োগের জন্য জমি চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে। এ জন্য একটি বিশেষ দলও তৈরি করা হয়েছে বলে জানান তিনি। দিলীপের দাবি, শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী বহু মানুষ তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন। তাঁর আশা, পুজোর মধ্যেই জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়ে যাবে।

এদিকে তৃণমূলের নেতাদের বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে যে জল্পনা তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও অবস্থান স্পষ্ট করেছেন দিলীপ। তাঁর দাবি, দলের অনুমতি ছাড়া তৃণমূলের কাউকে বিজেপিতে যোগদান করানোর চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। এ ধরনের উদ্যোগের অভিযোগে প্রায় ২৫০ জন বিজেপি কর্মীকে শোকজ করা হয়েছে এবং ৩০ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। দলবদল নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, কারও জন্য দলের দরজা আলাদা করে খোলা হয়নি।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ৮ অগস্ট ২০২৬, ২২ শ্রাবণ ১৪৩৩, শনিবার

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মিঠুন চক্রবর্তী, দেখতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। শুক্রবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মিঠুনের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মিঠুনের ডান হাতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। কয়েক বছর আগে পড়ে গিয়ে তাঁর ডান হাতে চোট লেগেছিল। সেই সময় অস্ত্রোপচার করে হাতে একটি প্লেট বসানো হয়েছিল। সম্প্রতি সেই প্লেটটি খুলে ফেলার প্রয়োজন হয়। সেই কারণেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অস্ত্রোপচার হয়। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই সূত্রের খবর। সব কিছু ঠিক থাকলে শীঘ্রই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।

মিঠুনের সঙ্গে দেখা করার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখে গেলাম। ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির খবর নিলাম। উনি পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতের সম্পদ। রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী সরকার আনার পিছনে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, খুব ছোট একটা অপারেশন হয়েছে। এটা উনি নীরবে রাখতে চেয়েছিলেন। যাতে এটা নিয়ে কোনও প্রচার না-হয় সেটা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি বিষয়টা জানতাম বলেই গিয়েছিলাম।

মিঠুনের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের কয়েকজন যেমন শমীকদা এবং আরও দু-একজনকে উনি বলেছিলেন। আমি তাঁকে দেখে গেলাম।

হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে খুব যত্নে রেখেছেন। উনি সুস্থ আছেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মিঠুন নিউটাউনের বাড়িতে ফিরবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে তাঁর গোপনীয়তা ও বিশ্রামের কথা মাথায় রেখে শুভেন্দু বলেন, আমি অনুরোধ করব, আগামী দু'দিন তাঁকে যেন কেউ বিরক্ত না করেন।

কলকাতায় নতুন উড়ালপুল-সহ রিং রোড, নগরোন্নয়নের রূপরেখা জানালেন অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা শহরের যান চলাচল আরও সহজ করতে নতুন উড়ালপুল তৈরির পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। বাইপাস থেকে রাজারহাট পর্যন্ত উড়ালপুলের পাশাপাশি কলকাতাকে ঘিরে রিং রোড তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। শুক্রবার 'উত্তরণ ২০২৬, বাংলা, পরবর্তী বৃদ্ধি গড়ে তোলা' শীর্ষক ব্যবসায়িক সম্মেলনে রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই পরিকল্পনার কথা জানান।

এই বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এখন নতুন সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিনিয়োগ, শিল্প এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে রাজ্যকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা চলছে। শিল্প ও ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে উন্নত নগর পরিকাঠামোর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে বলেও জানান তিনি।

অগ্নিমিত্রার কথায়, শহরায়ন ও ব্যবসার প্রসার একে অপরের পরিপূরক। সেই কারণে উন্নত রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল, পর্যাপ্ত আলো এবং ব্যবসাবান্ধব নাগরিক পরিষেবা তৈরির উপর রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান তিনি। এছাড়াও ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা কমানোর কথাও

শুক্রবার তুলে ধরেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, সরকারের নীতি হল, 'হস্তক্ষেপ কম, পরিষেবা বেশি'। রাজ্যের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে 'স্বচ্ছ' অ্যাপের কথাও জানান অগ্নিমিত্রা। তাঁর বক্তব্য, অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ওই অ্যাপ ব্যবহার করে জল জমে থাকা, রাস্তার ধারে বেআইনি পার্কিং বা নির্মাণসামগ্রী রেখে রাস্তা দখলের ছবি পাঠানো যাবে। এই ধরনের অভিযোগ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরসভা ব্যবস্থা নেবে বলে জানান তিনি।

এছাড়াও পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনার মধ্যে শুধু কলকাতা নয়, জেলার শহরগুলিকেও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন মন্ত্রী। প্রতিটি জেলায় 'পিস হেভেন' এবং আধুনিক বৈদ্যুতিক শ্মশান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। তাঁর ব্যাখ্যা, বাইরে থাকা পরিবারের সদস্যরা যাতে প্রয়োজনের সময়ে মরদেহ সংরক্ষণের সুযোগ পান, সেই ব্যবস্থাও এর মাধ্যমে করা হবে।

শুধু তাই নয়, পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান অগ্নিমিত্রা। ২০৩০ সালের মধ্যে নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, পুরসভা-সহ বিভিন্ন সরকারি ভবনে সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানো হবে। পাশাপাশি পুকুর সংস্কার, কচুরিপানা পুনর্ব্যবহার করে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি এবং মন্দিরের ফুল ও মালা থেকে ধূপকাঠি ও আবির তৈরির মতো প্রকল্প নিয়েও কাজ চলছে।

এছাড়াও ব্যবসায়ী সমাজকে উন্নয়নের অংশীদার করার বার্তাও দেন পুরমন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের সমস্যা ও পরামর্শ সরাসরি জানাতে 'মুখোমুখি' কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ থাকবে বলেও জানান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

তামিলনাড়ুতে চাকরির টোপ দিয়ে বাংলাদেশে নারী পাচার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তামিলনাড়ুতে মোটা বেতনের কাজের সুযোগ দেওয়ার নাম করে এক যুবতীকে অপহরণ ও বাংলাদেশে পাচারের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল। শুধু পাচারই নয়, ওপার বাংলায় নিয়ে গিয়ে ওই যুবতীর ওপর নির্মম শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। কোনওরকমে পাচারকারীদের ডেরা থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন তিনি। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। হাসপাতালের বেডে শুয়ে অচেনা এক মহিলার মোবাইল থেকে কলকাতায় ভাইয়ের কাছে ফোন করে নিজের ওপর ঘটা এই নির্মমতার কথা জানান ওই যুবতী। এই ঘটনার পর উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অপহৃতার ভাই। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মানব পাচার ও অপহরণের মামলা রুজু করে জোরদার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারী যুবক মূলত উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি কলকাতার গালিফ স্ট্রিট এলাকায় থাকেন। তাঁর দিদির বিয়ে হয়েছিল সন্দেশখালিতেই। তবে পারিবারিক কিছু কারণে কয়েক বছর আগে তিনি শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে গালিফ স্ট্রিটে ভাইয়ের কাছে চলে আসেন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে কাজের সন্ধান করতে থাকেন। সেই সময়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় ওই যুবতীর। অভিযোগ, সেই ব্যক্তিই তামিলনাড়ুতে একটি সংস্থায় মোটা বেতনের কাজের টোপ দেয়। ভালো উপার্জনের আশায় গত ১ জুলাই বাড়ি থেকে বের হন যুবতী। কিন্তু তার পর থেকেই তাঁর ফোন বন্ধ হয়ে যায়, পরিবারের লোকজনের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

নিখোঁজ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর, গত ১৮ জুলাই দুপুরে হঠাৎই একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে যুবতীর ভাইয়ের মোবাইলে। ফোনটি এসেছিল বাংলাদেশের 'লামিয়া আখতার' নামে এক মহিলার নম্বর থেকে। ওপার বাংলা থেকে ভেসে আসা দিদির গলা পেয়ে চমকে ওঠেন যুবক। প্রায় ৩ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডের সেই ফোনে যুবতী জানান, তামিলনাড়ু নিয়ে যাওয়ার নাম করে তাকে ফুঁসলিয়ে ও অপহরণ করে চোরাপথে বাংলাদেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পাচারকারী চক্রের ডেরায় তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়। শেষমেশ দুষ্কৃতদের চোখ এড়িয়ে তিনি প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। স্থানীয়দের সহায়তায় রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় লামিয়া নামের এক পথচারী বা রোগীর আত্মীয়ের মোবাইল চেয়ে নিয়ে ভাইয়ের কাছে ফোন করেন তিনি।

তবে ওই একবারের পর থেকে আর সেই নম্বরে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে পরিবার। প্রথমে সন্দেশখালি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হলেও পরে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে শ্যামপুকুর থানার দ্বারস্থ হন যুবতীর ভাই। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ইতিমধ্যেই বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। যে নম্বর থেকে ফোনটি এসেছিল, সেই লামিয়া আখতারের পরিচয় ও অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি যুবতীর ছবি ও নাম গোপালগঞ্জের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দ্রুত তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেকের আপ্ত সহায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়। বৃহস্পতিবার জমি কেলেঙ্কারি মামলায় তাঁর গ্রেপ্তারিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু, তারপরেও ফের রক্ষাকবচের আবেদন করে কেন আদালতের দ্বারস্থ হলেন সুমিত তা নিয়েই ওঠে প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন আদালতে। তবে, সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন পেয়েছেন সুমিত। তবে, শালবনি এলাকায় জমি সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে আগাম জামিন না দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। ওই মামলায় বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, যে সুমিতের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ, তাঁর গ্রেপ্তারিতে স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে। তবে, জানা গিয়েছে, জমি ও চাকরি দুর্নীতি ছাড়া সুমিতের বিরুদ্ধে আরও ৪টি এফআইআর রয়েছে। তাই, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিন পেয়েও অস্বস্তিতে সুমিত রায়। গ্রেপ্তারির আশঙ্কা করছেন। তাই ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সুমিত। রক্ষাকবচের আবেদন করেছেন। দ্রুত শুনানির আর্জি জানান কলকাতা হাইকোর্টে। কিন্তু, আর্জি গ্রহণ করলেন না বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। বিচারপতি জানিয়ে দেন, মামলাটির জরুরি ভিত্তিতে শুনানির পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তাই পরে তালিকা অনুযায়ী শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। শালবনি জমি কেলেঙ্কারি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সুমিতের গ্রেপ্তারিতে স্থগিতাদেশ দিলেও, কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছেন। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিতে হবে। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। সঙ্গে একজন আইনজীবীকে নিয়ে যেতে পারবেন তিনি। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সুমিতকে তদন্তের জন্য ডাকা যাবে। তবে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা জোরদার করা এবং তাঁদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

হালিশহরে সৈকত ভাওয়াল হত্যা মামলায় ধৃত মূল অভিযুক্ত সোমনাথ গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২০ সালের ১২ ডিসেম্বর সন্ধেতে গৃহ সম্পর্ক অভিযানে বেরিয়েছিলেন হালিশহর বারেন্দ্র গলির বাসিন্দা বিজেপির বুথ সভাপতি সৈকত ভাওয়াল। অভিযোগ, গৃহ সম্পর্ক অভিযান চলাকালীন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় এবং তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়। সেই ঘটনায় পুলিশ সোমনাথ গাঙ্গুলি ওরফে কেল্টু-সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। পরবর্তীকালে ধৃতরা জামিন পান। প্রসঙ্গত, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই কাঁচরাপাড়ার প্রাক্তন পুরপ্রধান কমল অধিকারীর ছায়াসঙ্গী সোমনাথ অন্যত্র আত্মগোপন করেন। যদিও বীজপুরের বর্তমান বিধায়ক সুদীপ্ত দাস নিহত সৈকত ভাওয়ালের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারকে বিচার পাওয়ার আশ্বাস দেন। বৃহস্পতিবার রাতে হালিশহর থানার পুলিশ সৈকত ভাওয়াল খুনে মূল অভিযুক্ত সোমনাথ গাঙ্গুলিকে ফের গ্রেপ্তার করেছে।

বিধানসভায় স্পিকারের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ কুণাল ঘোষের, মামলা খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন তাঁকে চক্রান্ত করে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হচ্ছে না এবং এর ফলে তাঁর সাংবিধানিক অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে, এই মর্মে বিধানসভার স্পিকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে শেষ রক্ষা হল না বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর রিট পিটিশনটি সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বিধানসভার অভ্যন্তরীণ কার্যাবলী ও প্রশাসনিক বিষয়ের ওপর এভাবে আদালতে মামলা দায়েরের কোনও আইনি গ্রহণযোগ্যতা নেই। বিধানসভার ভেতরের বিচার বিধানসভার অন্দরেই মেটাতে হবে। আইন আদালত ও প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের অভিযোগ ছিল, বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও বিতর্কে পরিকল্পিতভাবে তাঁকে মুখ খুলতে দেওয়া হচ্ছে না। অধিবেশন কক্ষে প্রতিবাদ জানালে তাঁকে থামিয়ে দিতে মার্শাল ডেকে বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকী, তাঁর কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে স্বাধিকারভঙ্গের প্রস্তাবও আনা হচ্ছে বলে আক্ষেপ করেন তিনি। কুণালবাবুর দাবি, বিরোধীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার যে চেষ্টা চলছে, তিনি সেই নিয়মের বাইরে গিয়ে কথা বলতে চাওয়ায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন। এই পদক্ষেপ তাঁর সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ এনেই তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

তবে হাইকোর্টে শুনানি চলাকালীন স্পিকারের তরফ থেকে তীব্র বিরোধিতা করা হয়। স্পিকারের আইনজীবী অর্থাৎ রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য সওয়াল করে আদালতে জানান, বিধানসভার কার্যক্রম বা কার্যসূচি কীভাবে পরিচালিত হবে এবং কোন সদস্য কতক্ষণ বক্তব্য রাখবেন, তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার একচ্ছত্র অধিকার স্পিকারের একার। কুণাল ঘোষ একাই পুরো অধিবেশন জুড়ে বক্তব্য রাখতে চান, যা সভার নিয়মকানুনের পরিপন্থী। ফলে এই মামলা আদালতে গ্রহণ করাই উচিত নয়। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর তরফেও বিধায়কের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন করলেন পর্যটন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

১৬-১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কংগ্রেস, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে গবেষণার 'রোডম্যাপ' তৈরির আহ্বান রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আগামী দিনের কর্মপন্থা নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে বৈঠক করল রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি দফতর। শুক্রবার সল্টলেকের হায়াত রিজেন্সিতে আয়োজিত বৈঠকে প্রায় ৪৮-৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বা তাঁদের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য আগামী ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর আয়োজিত ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কংগ্রেস ২০২৬-কে সামনে রেখে রাজ্যের বিজ্ঞানচর্চার ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি করা।

শুক্রবারের বৈঠকে ছিলেন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র এবং অতিরিক্ত মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। এদিন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণা, উদ্ভাবন এবং জৈবপ্রযুক্তি পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে পারস্পরিক মতামত নেওয়া হয়। এছাড়াও এই বৈঠকে লোকায়ত বিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, তলোকায়ত বিজ্ঞানকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে গবেষণার নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা প্রয়োজন।দ

পাশাপাশি রাজ্যের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার উপর জোর

দেন প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। তাঁর বক্তব্য, তবিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে আমাদের রাজ্যের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করার বিষয়ে আমাদের আরও সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব সকলের।দ

শুক্রবার আগামী সেপ্টেম্বরের কংগ্রেসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে টৈক্ঞ বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে গবেষণাপত্রের সারাংশ জমা দেওয়ার নির্দেশিকা প্রচার করতে বলা হয়েছে। এই নির্বাচিত গবেষণাপত্র কংগ্রেসের বিভিন্ন কারিগরি অধিবেশনে উপস্থাপিত হবে এবং পরে অ্যাবস্ট্রাক্ট ভলিউম বা মনোগ্রাফ প্রকাশ করা হবে। ১৯৯৪ সালে শুরু হওয়া এই কংগ্রেস এ বার ৩৩তম সংস্করণে পৌঁছেছে।

যদিও দপ্তর সূত্রে খবর এর আগে ২৮ জুলাই জাতীয় স্তরের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল। দুই দফার আলোচনার ভিত্তিতে কংগ্রেসের পাশাপাশি রাজ্যের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির 'ভিশন স্টেটমেন্ট' এবং রোডম্যাপ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দাবি, রাজ্যে ৫০০-র বেশি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪০০-র বেশি বর্তমানে চলছে। এছাড়াও পেটেন্ট সংক্রান্ত উদ্যোগে ৪৫০-র বেশি পেটেন্ট ফাইল এবং ১৫০-র বেশি পেটেন্ট অনুমোদিত হয়েছে। পাশাপাশি ৫৯টি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই-এর স্বীকৃতি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের। কলকাতা বায়োটেক পার্কের পাশাপাশি কালিম্পংয়ে স্যাটেলাইট বায়োটেক পার্ক তৈরির পরিকল্পনাও এগোচ্ছে।

ছাব্বিশের নির্বাচনে নতুন রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বাজেটে দপ্তরের জন্য ১৩৩.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

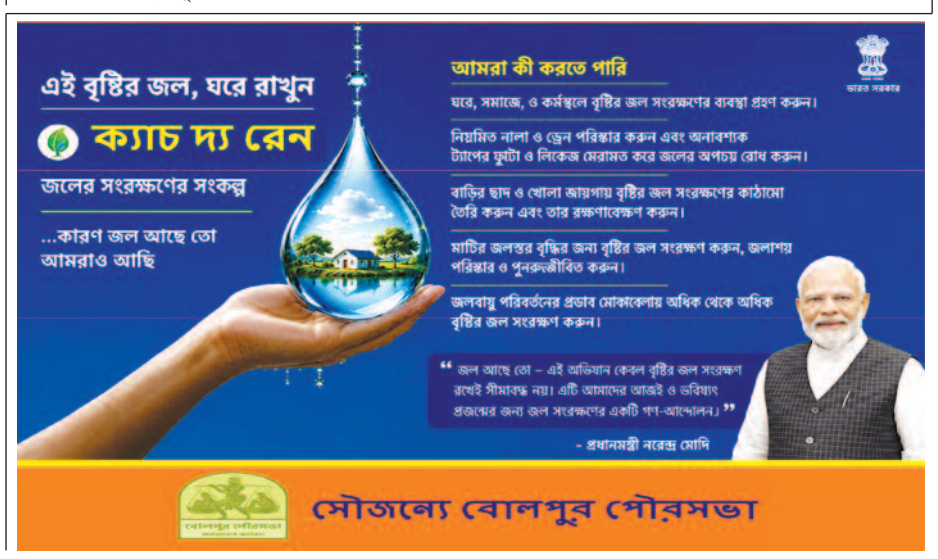

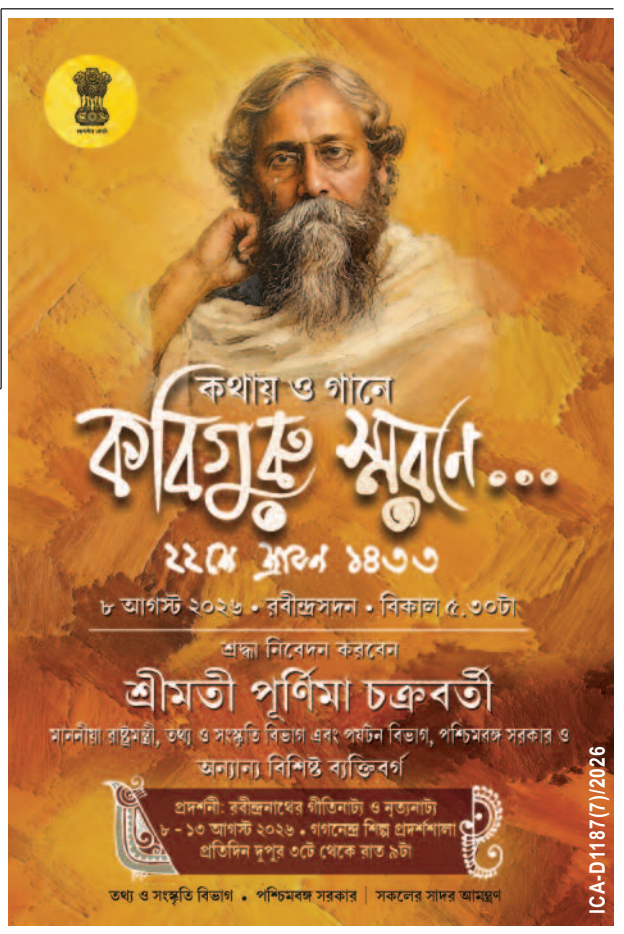

সম্পাদকীয়

গার্হস্থ্য হিংসা রুখতে শীর্ষ আদালতের পদক্ষেপে খুশি মহিলারা

বর্তমান সমাজের একটি বড় রোগ হল গার্হস্থ্য হিংসা। প্রায় প্রতিদিনই যা লাফিয়ে বাড়ছে। এটা আর বৈবাহিক সম্পর্কে আটকে নেই। ছড়িয়ে পড়েছে লিভ ইন সম্পর্কেও। সেখানেও মহিলারা আক্রান্ত হচ্ছেন, কোনও ক্ষেত্রে খুন হয়েও যাচ্ছেন। প্রতিদিনের সংবাদমাধ্যম তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে এবার বড় পদক্ষেপ করল শীর্ষ আদালত। যাকে মহিলাদের একাংশ ঐতিহাসিকও বলছেন। লিভ ইন সম্পর্কে থাকা মহিলা সঙ্গীরাও বিবাহিত মহিলাদের মতো এবার থেকে গার্হস্থ্য হিংসার ক্ষেত্রে ৪৯৮ ধারায় আইনি রক্ষা কবচ পাবেন। লিভ ইন বা একত্রবাস করলেও বিবাহিত জীবনের বাড়তি বোঝা থেকে মুক্তি। না পোষালে বিচ্ছেদের কোনও আইনি ঝামেলা নেই। যে যার মতো খুঁজে নাও নতুন সঙ্গী।কিন্তু এর অন্যদিকটিও রয়েছে। একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে পারস্পরিক আকর্ষণ, দায়বদ্ধতা থেকে। তার সঙ্গে যেমন জড়িয়ে থাকে ভালবাসা ও বিশ্বাস। আবার যে কোনও যুগলের মতোই হিংসা, সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। যা নিয়ে অশান্তি, মারধর বা খুনও অস্বাভাবিক নয়। আর এই নিয়েই এবার ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। পরিবর্তিত বাস্তবতাকে মান্যতা দিয়ে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, লিভ ইন সম্পর্কে থাকা মহিলারা, বিবাহিত মহিলাদের মতোই গার্হস্থ্য হিংসার ক্ষেত্রে ৪৯৮ ধারায় আইনি রক্ষাকবচ পাবেন। এখন প্রশ্ন হল কেন এই রায়কে ঐতিহাসিক বলা হচ্ছে? তারা বলছেন, বিয়ের বিকল্প হলেও লিভ ইন সম্পর্কে সমান দায়বদ্ধতা থাকে। তাই গার্হস্থ্য হিংসা রুখতে বিবাহিত মহিলা আর বিয়ের মতো লিভ ইন সঙ্গীর সীমারেখা মুছে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। লিভ ইন সম্পর্কে থাকা অত্যাচারিত মহিলাদের আইনি সুরক্ষা দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, শীর্ষ আদালত আইনি বাধ্যবাধকতায় আটকে থাকেনি। পরিবর্তিত সময়কে মেনে নিয়ে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইন তৈরি হয় সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, অন্যায়ের শিকার হওয়া মানুষকে সুবিচার পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় সেই উদ্দেশ্যে ১০০ শতাংশ সফল। তবে বিবাহিত যুগলের মতো লিভ ইন সম্পর্কেও যাতে এই আইনের অপব্যবহার না হয়, সেটাও দেখা জরুরি।

শব্দছক ২৩৭

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. মন সংক্রান্ত ৪. বিধান ৬. পুরুষের পরিধেয় সাদা লম্বা বস্ত্র ৭. নিরসন ৯. যুদ্ধাস্ত্র বিহিন ১১. চৈতন্যর চেলা এবং জগাই-এর স্যাঙ্গাৎ ১৪. চাপরাস ১৬. যারা গণ্ডগোল পাকায় ১৯. স্বভাব-প্রকৃতি ২০. পিতা ২১. রত্ন-র কাব্যরূপ ২২. নড়ন-চড়ন

ওপর-নিচ: ১. মাধুর্য্য ২. নত অবস্থা ৩. বাড়ি তৈরী করতে পিলার ৪. বস্ত্রবিহীন শরীর ৫. সূর্য্য ৮. মইজাতীয় অপর এক ৯. স্বাক্ষর ১০. হীরে ১২. তীক্ষ্ণধার ১৩. শহর ১৪. নৌকা ১৫. মাতুলালয় ১৬. দর্শন ১৭. যুদ্ধ ১৮. উদ্যান ২০. বন্যা

সমাধান ২৩৬ — পাশাপাশি: ১. পুরুত ৩. বাচস্পতি ৫. রন্ধন ৬. মাতা ৭. রক্তাক্ষর ৯. সাজানো ১০. অবাক ১২. শুকতারা ১৪. ধার ১৫. জরদা ১৭. কর্মহীন ১৮. নকুল

ওপর-নিচ: ১. শুণ্য ২. তরতাজা ৩. বানর ৪. তিমির ৬. মাসাধিক ৮. ক্ষতিকর ১১. বাধাদান ১২. শুশুক ১৩. রাজন ১৬. গোল

আজকের দিন

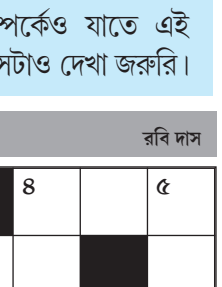

■ **১৯৪৫** — লন্ডন চুক্তি স্বাক্ষর হয়, যা নুরেমবার্গ বিচারের রূপরেখা স্থাপন করে।
■ **১৯৬৯** — দ্য বিটলস জেব্রা ক্রসিংয়ে 'অ্যাবি রোড' অ্যালবামের কভারের পোজ দিয়েছিলেন।
■ **১৯৭৪** — ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পদত্যাগ করেন।

জন্মদিন

১৯০৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অতুল্য ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তীর জন্মদিন।*
১৯৬১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের জন্মদিন।*

অতুল্য ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যু নয়, জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন

স্বপনকুমার মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু নয়, বরং তাঁর মৃত্যুচেতনাই নবদিগন্তের হাতছানি দিয়ে চলে । তিনি সুদীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন। আশি বছর তিন মাসের মতো তাঁর জীবনকাল। তাঁর জীবন যত এগিয়েছে, তাঁর মৃত্যুচেতনা ততই পরিণতি লাভ করেছে ।* যে কবি কবিজীবনের ঊষালগ্নে 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,' বলে সদিচ্ছা পোষণ করেছেন এবং জীবনের উপান্তে 'ভালবাসিয়াছি এই জগতের আলো,/ জীবনেরে তাই বাসি ভাল' বলে 'ধরণীর আনন্দনিকেতনে' নিজেকে হারিয়ে খুঁজে ফিরেছেন, তাঁর মৃত্যুচেতনা আমাদের বিস্মিত করে। তিনি তাঁর জীবনে পালাবদল ঘটেছে বারবার বলে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় তাঁর মৃত্যুভাবনায় কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। মৃত্যুকে তিনি জন্মের মতোই স্বাভাবিক এবং সত্য বলে মনে করতেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁর অনুগামীরা আজও শোকে মুহ্যমান হয়ে ওঠেন । অথচ তিনি আজীবন মৃত্যুতে অশোক হয়ে ছিলেন। চোখের সামনে তিনি মৃত্যুর মিছিল দেখেছেন, অথচ শোক তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর মাকে হারান। ১৮৭৫-এর ৮ মার্চ রাত্রিবেলায় মায়ের অকাল মৃত্যুতে ঘুমন্ত রবীন্দ্রনাথ 'পুরাতন দাসী'র 'ওরে তোদের কী সর্বনাশ হলরে' বলে চিৎকার শুনেছিলেন। সকালে সব শুনেও তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি, তাঁর মা নেই। ধীরে ধীরে তাঁর উপলব্ধির জগৎ প্রসারিত হয়েছিল। অন্যদিকে উদাসীন পিতার স্থিতধী মূর্তি রবীন্দ্রনাথকে সংযমী হওয়ার মন্ত্র দিয়েছিল। মায়ের অবর্তমানে কিশোর রবীন্দ্রনাথকে যে-বৌঠান স্নেহসুধায় ভরিয়ে রাখতেন সেই জ্যোতিদাদার ঘরণী কাদম্বরী দেবীর অকাল প্রয়াণ ঘটে ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় চব্বিশ বছর। বৌঠানের মৃত্যুকেই রবীন্দ্রনাথ শুধু মেনে নিতে পারেননি। সেজন্য তিনি নানাভাবে অনুশোচনা ব্যক্ত করেছেন। বিবাহিত জীবনেও রবীন্দ্রনাথকে মৃত্যুর ঘনঘটায় জড়ানো সংসার করতে হয়েছে। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁকে চার আপনজনকে হারাতে হয়েছে। ২৩ নভেম্বর ১৯০২-এ স্ত্রী মৃণালিনীদেবী, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩-এ মেজোমেয়ে রেণুকা (জন্ম ১৮৯০), ১৯ জানুয়ারি ১৯০৫-এ পূজনীয় পিতা দেবেন্দ্রনাথ এবং ২৩ নভেম্বর ১৯০৭-এ ছোটছেলে শমীন্দ্র'র(জন্ম ১৮৯৪) মৃত্যু হয়েছে, ভাবা যায়! প্রৌঢ়ত্বের দ্বার পেরিয়েও রবীন্দ্রনাথকে আপনজনের মৃত্যু ভাড়া করে ফিরেছে। ১৬ মে ১৯১৮-এ বড় মেয়ে মাধুরীলতা (১৮৮৬), ৯ জানুয়ারি ১৯২৩-এ মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, ৪ মার্চ ১৯২৫-এ জ্যোতিদাদা, ১০ জানুয়ারি ১৯২৬-এ বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং ৭ আগস্ট ১৯৩২-এ একমাত্র নাতি নীতু'র (মীরাদেবীর ছেলে, জন্ম ১৯১২) মৃত্যুও তাঁকে দেখতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসেও প্রিয়জনের মৃত্যুকে মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৪০-এর ৫ এপ্রিল সুহৃদবন্ধু 'বড়ো ইংরেজ' সি এফ্ এন্ডরুজ এবং ৩ মে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (জন্ম ১৮৭২) মৃত্যু হয়। আত্মীয়স্বজন হারিয়েও রবীন্দ্রনাথ নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। জীবনকে ভালোবেসে ছিলেন বলেই কি তিনি মরণকে বিস্মরণ করতে পেরেছিলেন? আসলে তা নয়, তাঁর বিশ্বাস মৃত্যুর মধ্যে*জীবন হারিয়ে যায় না। তাই কবি 'পরিশেষ'-এর 'মৃত্যুঞ্জয়'-এ বলেছেন, 'আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা ব'লে,/ যাব আমি চলে।' সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশোকে ভেঙে না পড়ে নিজেকে গড়েছেন নানাভাবে। একের পর এক সোনালি ফসল উপহার দিয়েছেন তিনি। দীর্ঘ জীবনে আত্মীয়স্বজনের সুদীর্ঘ মৃত্যুর মিছিল তাঁর কর্মযজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। বড়মেয়ের প্রয়াণের সেই বছরেই বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রতিভা সৃষ্টি করে, চরিত্র রক্ষা করে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় রয়েছে তাঁর সৃষ্টি ও কর্মে। আর চরিত্রের দার্ঢ্য খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর মৃত্যুশোকে, তাঁর সংযমী মানসিকতায়। তাঁর কাছে মৃত্যুই শেষ কথা বা অবশেষ বিষয় নয়, বরং তা একটি রূপান্তরীয় প্রক্রিয়া। সেইজন্য কবি ১৩০৯-এর মাঘোৎসবের একটি গানে জানিয়েছেন,'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। / তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। যার ফলে তিনি অনায়াসে 'গীতাঞ্জলি'র ৩৮নং কবিতার শেষে বলেছেন, 'পুরাতনের হৃদয় টুটে / আপনি নূতন উঠবে ফুটে,/ জীবনে ফুল ফোটা হলে/মরণে ফল ফলবে।' তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনের ফুলটি তাঁর মরণের পূর্ণ ফলে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর ছায়াকে জীবনের কায়া থেকে কখনওই বড় করে দেখাননি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই জীবনের জয়গান লক্ষ করা যায়। তিনি মরণের ফুলটিকে জীবনের উদ্যানে বড় হতে দিতে চাননি। বরং জীবনের ফুলটিকেই পরিপূর্ণ করে তুলেছেন ইহজীবনের পরিচর্যায়। তাঁর চেতনায় মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের সমাপ্তি হয় না, জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করে। তাই তাঁর চেতনায় মৃত্যু এসেছে কিন্তু তা কখনওই থিতু হয়নি। তাঁর জীবন্ত প্রাণসত্তাকে মৃত্যুদূত স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। তাঁর জীবনে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু যন্ত্রদেবতার আধিপত্য নেই। এজন্য আধুনিক ভোগবাদী সমাজের যন্ত্রণা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি যখনই প্রাণের সংকট দেখেছেন বা দেখিয়েছেন, তখনই তাঁর সৃষ্টিতে জীবনের গান হাজির করেছেন। তাই বলে তিনি বিপদে ভয় পেতেন না। তিনি তো গানের কথায় জানিয়েছেন, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা / বিপদে আমি না যেন করি ভয়।' আসলে তিনি জীবনের মৃত্যুতে ভয় পেতেন না। সেজন্য তিনি একলা চলার কথাও বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবনের অপত্যকে মেনে নিতে নারাজ। ফুল ভালো করে না ফুটলে যেমন তা ভালো করে ফলে পরিণত হতে পারে না, তেমনই জীবনটাই অসময়ে প্রাণহারা হয়ে গেলে মৃত্যুও তাকে পরিণতি দিতে পারে না। অথচ আমরা তাঁর মৃত্যু দিবসে শোকে শোকবিহ্বল হয়ে যেভাবে স্মরণের নামে ভক্তির পরাকাষ্ঠায় শরণ নিই, তাতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনারই অপমৃত্যু ঘটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, তেরঙা এবং মোদীর নেতৃত্ব

প্রদীপ মারিক

স্বাধীনতা হল একটি জাতি, দেশ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবস্থান, যেখানে তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ও আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব থাকবে। স্বাধীনতা হল অপরের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজ সম্পাদন করার অধিকার। স্বাধীনতা মানে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা। স্বাধীনতা হল অপরের অধিকার বা কার্যাবলির ওপর হস্তক্ষেপ না করে স্ব-ইচ্ছানুসারে কার্য করার অধিকার। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবাসী সুরক্ষিত। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসী এক। মোদি বার বার মনে করিয়ে দেন জাতীয়তাবাদ কেবল একটা শব্দ নয় এটা একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সমোচ্চারিত ধ্বনি যেখানে প্রতি নিয়ত ভারত মাতার জন্য দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আবেগ স্পন্দিত হয়। ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসের আগে ফের 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচি ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর কাছে মোদির আর্জি, 'এবারের এই হর ঘর তেরঙ্গা গণ আন্দোলনে পরিণত করুন।'

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল একটি পরিব্যাপ্ত, একত্রীভূত বিভিন্ন জাতীয় এবং আঞ্চলিক অভিযান বা আন্দোলন যা অহিংস ও বৈপ্লবিক উভয় দর্শনের প্রচেষ্টায় এবং ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাজ শেষ হয়। ১৪৯৮ সালে ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ী লাভজনক মসলা বাণিজ্যের অনুসন্ধানে পর্তুগিজ বণিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতের পশ্চিম তীরে কালিকট বন্দরে আগমন করেছিল। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলায় কোম্পানী শাসনের সূচনা করে। এটিই ভারতে ব্রিটিশ রাজের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। ১৭৬৫ সালেতে বক্সারের যুদ্ধে জয়ের ফলে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ওপর প্রশাসনিক অধিকার লাভ করেছিল। তারপর তারা ১৮৩৯ সালে মহারাজা রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ(১৮৪৫,১৮৪৬) ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ(১৮৪৮,৪৯)-এর পর পাঞ্জাবও তাদের অধিকারে এনেছিল। বিদেশী নিয়মের বিরুদ্ধে কতিপয় আঞ্চলিক আন্দোলন ১৮৫৭ সালের আগে ভারতের বিভিন্ন অংশে গড়ে উঠেছিল। উপরন্তু, তাদেরকে একত্র করা যায়নি এবং বিদেশী শাসকের দ্বারা সহজভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। ১৮৫৭,৫৮ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর এবং মধ্য ভারতে বিদ্রোহের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (সিপাহী বিদ্রোহ), ১৮৫৭ ছিল একটি পর্যায়কাল। এই বিদ্রোহ ছিল কয়েক দশকের ভারতীয় সৈন্য এবং তাদের ব্রিটিশ অফিসারের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ফল। লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি যা দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্যের অপসারণ, কিছু জনগণ রেগে গিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সুনির্দিষ্ট কারণ যে ১৮৫৩ সালে তৈরি .৫৫৭ ক্যালিবার এনফিল্ড (পি/৫৩) রাইফেল কার্তুজ গরু ও শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি হতো। সৈন্যেরা তাদের রাইফেলের কার্তুজ লোড করার সময় তাদের তা দাঁত দিয়ে ভাঙে লাগাতে হতো। যেহেতু গরু ও শুকরের চর্বি মুখে দেওয়া হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্যদের কাছে অধার্মিক কাজ ছিল। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭তে, সিপাহীরা (ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য) নতুন কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল। ব্রিটিশ নতুন কার্তুজ প্রতিস্থাপন করার দাবী করেছিল এবং যা মৌমাছির তেল ও শাকসব্জী তেল থেকে তৈরী হবে। মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ এই বিদ্রোহ ব্যারাকপুরে শুরু হয় এবং শীঘ্রই তা মিরাট, দিল্লি এবং ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এটা সারা বাংলাদেশ জুড়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিরোধ এবং সিলেট, যশোর, রংপুর, পাবনা ও দিনাজপুরের খণ্ডযুদ্ধসমূহ বাংলাদেশকে সতর্ক ও উত্তেজনাকর করে তুলেছিল।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনার অবসান ঘটায়। তবে এটি আরেকটি গণহত্যার সৃষ্টি করে। ভারত ও পাকিস্তানের বিভাজন শান্তিপূর্ণ ছিল না বরং বিভক্তির ফলে অনেক জীবিকা হারিয়েছিল। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু লাল কেল্লার লাহোরি গেটের উপরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ১৫ই আগস্ট লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের এই প্রথা এখনও বক্তৃতার পাশাপাশি চর্চা করা হয়। পুরো অধিবেশনটি ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানের সঙ্গীত দিয়ে শুরু করে দূরদর্শনে সম্প্রচার করা হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে, কংগ্রেস ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদযাপন করেছিল। সভা যেখানে অংশগ্রহণকারীরা তস্বাধীনতার অঙ্গীকারদ নিয়েছিল সেগুলি উপলক্ষকে চিহ্নিত করেছিল। জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনী অনুসারে, এই ধরনের সভাগুলি ছিল শান্ত, গম্ভীর এবং তকোনও বক্তৃতা বা উপদেশ ছাড়াই।দ মহাত্মা গান্ধীর মতে, বৈঠক ছাড়াও হিন্দু-মুসলিম পুনর্মিলনের মতো কিছু গঠনমূলক কাজ হবে। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণার পর, ভারতীয় সংবিধান ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০এ কার্যকর হয় এবং এটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে স্বীকৃত হয়। ব্রিটিশ শ্রম সরকার ১৯৪৬ সালে বুঝতে পেরেছিল যে এটি একটি অস্থির ভারতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ সমর্থন, আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং দেশীয় শক্তির নির্ভরযোগ্যতার অভাব রয়েছে কারণ সম্প্রতি শেষ হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার কোষাগারকে হ্রাস করেছিল। ৩ রা জুন, ১৯৪৭, ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে তারা ব্রিটিশ ভারতকে দুটি রাজ্যে বিভক্ত করতে সম্মত হয়েছে, যার উত্তরসূরি সরকারগুলি আধিপত্যের মর্যাদা পেয়েছে এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ছেড়ে যাওয়ার অন্তর্নিহিত অধিকার পেয়েছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন, নতুন ভাইসরয়, ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখটি এগিয়ে নিয়েছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব অন্তর্বর্তী প্রশাসনকে পতন ঘটাতে পারে। তিনি ১৫ই আগস্ট জাপানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন।

ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির ফলে লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি হয়। স্বাধীনতার সময় অনেক মুসলিম, শিখ এবং হিন্দু উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। দুই অধিরাজ্যের বিচ্ছেদের পর পাঞ্জাব সীমান্তে ব্যাপক রক্তপাত হয়। সীমান্তের দুই পাশে সৃষ্ট সহিংসতার কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা গেছে। মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতির কারণে বাংলা ও বিহারে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। নয়াদিল্লিতে কনস্টিটিউশন হলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশন চলাকালীন, জওহর লাল নেহেরু ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। সদস্যরা সঠিক মনোভাব নিয়ে জাতির সেবা করার শপথ নেন। ভারত একটি স্বাধীন দেশ হয়ে ওঠে, এবং অনেক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান দিল্লিতে হয়। জওহর লাল নেহেরু প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন, যখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল। গান্ধী কোন আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে অংশ নেননি বরং, তিনি ২৪ ঘন্টা উপবাসে ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কলকাতায় ভাষণ দিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই সময় যদি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু দেশের দায়িত্ব নিতেন পুরো দেশের চেহারাই পাল্টে যেত। তাই তার অন্তর্ধান রহস্যই স্বাধীনতার আনন্দকে একটু হলেও ম্রিয়মান করে তুলেছিল। আজ ভারত বর্ষের নাম সু উচ্চতায় নিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার যোগ্য নেতৃত্ব বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষর কে এক আলাদা জায়গা করে দিয়েছে। আজ তার নেতৃত্বই ভারতবর্ষে পালিত হবে হার ঘর তেরঙ্গা। ৭৯ তম স্বাধীনতার শপথই হোক ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব যেন অখন্ড থাকে, আর প্রত্যেক ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আবেগ রক্ষা করতে পারেন একমাত্র নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব। তার নেতৃত্বে প্রত্যেক ভারতবাসী নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতে যেতে পারেন। কারণ দেশবাসীর সুরক্ষায় মোদি আছেন। ভারতবর্ষের অখণ্ডতা বজায় রাখতে তার নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সদা জাগ্রত।

কৌট-আনকৌট

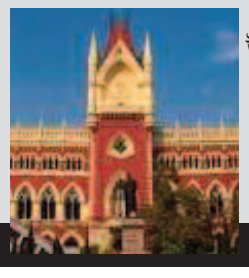

আপনাদের রিপোর্ট থেকেই তথ্যপ্রমাণ নষ্ট, দেহ টেনে আনার উল্লেখ রয়েছে। এর আগে আমরা আপনাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম সেটা আপনারা নাকি বুঝতেই পারেননি। এই তো অবস্থা। ঘটনার দিন রাত থেকে শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে পুনরায় জানান। আগের তদন্ত যা হয়েছে তা সরিয়ে নতুন করে তদন্ত করুন। এভাবে কতদিন আমরা মামলা বিচারাধীন রাখব? সকলে বিচার চাইছে। কতদিন সবাই বিচারের জন্য অপেক্ষা করবে?

সিবিআইকে প্রশ্ন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পাথর ব্যবসার স্বচ্ছতায় অনলাইন ডিসিআর

বাজেয়াপ্ত পাথর ও বালি নিলামের ডাক বীরভূম জেলা প্রশাসনের

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বীরভূমে বালি ও পাথর ব্যবসায় স্বচ্ছতা আনতে একাধিক পদক্ষেপ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে রাজস্ব ফাঁকি, নকল ডিসিআর এবং অবৈধ পাথর-বালি মজুদের অভিযোগে আলোচিত টুলু মণ্ডল-কাণ্ডের তদন্ত চলাকালীনই প্রশাসন নতুন উদ্যোগ হিসেবে অনলাইন ডিসিআর ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণ পাথর ও বালির নিলামের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদবাজার ব্লকের একটি এলাকায়, যা অভিযুক্ত টুলু মণ্ডলের প্রাক্তন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত, সেখান থেকে প্রায় ১৬ লক্ষ ঘনফুট পাথর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শুক্রবার সেই পাথরের নিলামের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। শুধু পাথর নয়, বালি মজুতের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। এর আগে মহম্মদবাজার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর টুলু মণ্ডল-সহ একাধিক বালি ব্যবসায়ীর ১০টি বালির স্তূপ বাজেয়াপ্ত করে। এবার টুলু মণ্ডলের কুখিলপুর ও দেউচায় বাজেয়াপ্ত বালির পাশাপাশি খয়রাশোল, দুবরাজপুর, সিউড়ি ও মহম্মদবাজারে বাজেয়াপ্ত বালির স্তূপও নিলামের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। এদিকে পাথর পরিবহন ও সরকারি রাজস্ব আদায়ে স্বচ্ছতা আনতে শুক্রবার মহম্মদবাজার থানার রায়পুরে পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইন ডিসিআর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা। প্রশাসনের দাবি, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই জেলার ১০টি চেকিং গেটে এই অনলাইন ব্যবস্থা চালু হবে। এর ফলে পরিবহন সংক্রান্ত রাজস্ব সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা পড়বে এবং জাল ডিসিআরের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকির সুযোগ অনেকটাই কমে যাবে। এর আগে সিউড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, বালি ও পাথর মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। রাজস্ব বৃদ্ধি এবং অবৈধ ব্যবসা রুখতেই পুলিশ ও প্রশাসন যৌথভাবে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। উল্লেখ্য, টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল যে তিনি রাজনৈতিক ছত্রছায়া এবং প্রশাসনের একাংশের সহযোগিতায় নকল ডিসিআর ব্যবহার করে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বালি ও পাথরের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। যদিও এই অভিযোগের বিচারিক নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। সম্প্রতি বীরভূম জেলা পুলিশ টুলু মণ্ডলের বাড়ি, খামারবাড়ি এবং বিভিন্ন গুদামে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ, সোনা, একাধিক নথি, কথিত নকল ডি-সি-আর, বিভিন্ন গাড়ির কাগজপত্র এবং ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত নথি বাজেয়াপ্ত করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এছাড়া মহম্মদবাজারে টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২৮.৫ লক্ষ টাকা নগদ এবং প্রায় ১৫ কেজি সোনা উদ্ধার করেছে বলে পুলিশের দাবি। এই ঘটনায় মিনার মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার তাঁকে ফের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। একদিকে বাজেয়াপ্ত পাথর ও বালির নিলাম, অন্যদিকে অনলাইন ডিসিআর ব্যবস্থা চালু এই দুই পদক্ষেপের মাধ্যমে বীরভূমের বালি ও পাথর ব্যবসায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন যে কঠোর অবস্থান নিয়েছে, তা স্পষ্ট বলেই প্রশাসনিক মহলের অভিমত।

দুবরাজপুরের বিডিওর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুবরাজপুর: দুবরাজপুরের বিডিও জয়সূর্য চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এক মহিলা কর্মীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগকারী ওই মহিলা, যিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং দুবরাজপুর ব্লকেরই এক কর্মী, শুক্রবার দুবরাজপুর থানায় বিডিওর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারীর দাবি, বিভিন্ন অজুহাতে তাঁকে ডেকে নানা প্রলোভন দেখানো হয় এবং আকারে-ইঙ্গিতে কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়। এমনকি বাংলো কিংবা লজে যাওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। প্রথমদিকে ভয় ও মানসিক চাপে বিষয়টি প্রকাশ না করলেও পরে তিনি প্রতিবাদ করেন এবং শেষ পর্যন্ত আইনের দ্বারস্থ হন। মহিলা আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার পর বিডিওর স্ত্রীও তাঁর ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে অভিযোগকারীর পাশে দাঁড়ান এলাকার বিধায়ক অনুপ সাহা। তিনি বলেন, 'আইন আইনের পথেই চলবে। রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষী প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিকে, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিডিও জয়সূর্য চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Pradip Shiuli**, Father's Name - **Lt. Biren Shiuli**, of Uttar Gani pur, Shiuli Para, PS - Mahestala, Dist - South 24 Pgs, Who has been missing since 14.07.2026, at about 15.00 hrs, from Residential area under Mahestala PS, Description of this Missing person is :**Age**- 50 Years (Approx) **Complexion**- Sallow, **Height** - 5 Feet 10 Inch (Approx), **Wearing**-Half Pant, T-shirt, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1194(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Swati Jha @ Rani**, Father's Name - **Late Pradip Kumar Jha**, of 227, Duttabad Road near Deer Club, Srector -III, Saltlake, PS - Bidhannagar South, Kolkata- 700064, Who has been missing since 15.07.2026, at about 09.45 hrs, from Residential area under Bidhannagar South PS, Description of this Missing person is :**Age**- 18 Years (Approx), **Complexion**- Fair, **Height** - 5 Feet 5 Inch (Approx), **Wearing**-Blue Salwar & White pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1190(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Raju Shaw**, of Casual Vagrent Home, 120, Andul Road, PS - AJC Bose B Garden, Howrah - 03, Who has been missing since 14.04.2026, at about 09.30 hrs, from Residential area under AJC Bose B Garden PS, Description of this Missing person is :**Age**- 46 Years (Approx), **Complexion**- Brown, **Height** - 5 Feet 6 Inch (Approx), **Wearing**-Red T-Shirt, Black & White check half pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1191(3)/2026

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead Body**, found on 11.07.2026, found Between KOG - RIS, KM 15/15-15/17 on UP main line, Description of this Deadbody is: **Age**- 50 Years (approx), **Sex**: Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 5 Inch , **Build**-Medium, **Hair**-Black, **Wearing**-Yellow half hata t-shirt, blue pant, Brown jangia (Lagan). Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1200(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead Body**, found on 03.07.2026 at about 12.40hrs, found at [illegible] KM 104/19 to 104/11 on UP ML between Gangpur R/S and Burdwan R/S. Description of this Dead body is: **Age**- 50 Years, **Sex**: Male, **Complexion**- Sallow, **Height**-5 Feet 5 Inch , **Build**- Normal, **Hair**-Black & White small, **Wearing**-Sky colour Punjabi. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1198(3)/2026

SBI | **এসবিআই হোম লোন সেন্টার পুরুলিয়া (৬৪২১৮)** ১ম ফ্লোর, পাটকুম এনক্লেভ, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া পিন: ৭২৩১০১, ই-মেইল আইডি: sbi.64218@sbi.co.in | **পাবলিক নোটিশ**

মূল টাইটেল ডিড হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, **স্বপ্না রায় রাজবর এবং ভক্ত রঞ্জন রায়**, উভয়ের ঠিকানা: পোঃ- জোবেরাড়ি, থানা- বোরো, জেলা- পুরুলিয়া, তাঁদের একটি হোম লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং **স্বপ্না রায় রাজবর এবং ভক্ত রঞ্জন রায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি পুরুলিয়া, ১ম ফ্লোর, পাটকুম এনক্লেভ, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-তে ০৪.১১.২০১৬ তারিখে মূল দলিল নং I-১৪০৭-০০৪৪৪/২০১৬** জমা করেছিলেন। উক্ত সম্পত্তি জে.এল. নং: ৮৮, আর.এস./এল.আর. প্লট নং: ৫৭১৪, এল.আর. খতিয়ান নং: ২৮৮১ এবং ২৮৮৪, দলদলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা: হুড়া, জেলা: পুরুলিয়া, পিন: ৭২৩১৩০-এ নথিভুক্ত রয়েছে। আলোচ্য সম্পত্তিটি গ্রাম ও মৌজা: ভাগাবাঁধ-এ অবস্থিত জমি ও তার সাথে একটি আবাসিক ভবন। উক্ত দলিল হারানো/নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি পুরুলিয়া টাউন থানায় **০৬.০৮.২০২৬ তারিখে** সাধারণ ডায়েরিতে **জি.ডি.ই. নং ৩৬৬** হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। মূল টাইটেল ডিডটি সুরক্ষিত রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এটি হারিয়ে গেছে এবং/অথবা নিখোঁজ হয়েছে।
উপরোক্ত সম্পত্তি/টাইটেল ডিড-এ কোনো ব্যক্তির কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকলে, তাঁকে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এই ধরনের কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

তারিখ: ০৮.০৮.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার পুরুলিয়া**

তফসিল ১
ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৭-এর রেগুলেশন ১৪)
কোবেলকো মেশিনারি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট পার্সনের নাম	**কোবেলকো মেশিনারি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট পার্সনের গঠনের তারিখ	৭ নভেম্বর ২০০৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট পার্সন নিগমবদ্ধ/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট পার্সনের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর / লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নম্বর	U29253WB2008FTC130355
৫.	কর্পোরেট পার্সনের নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	স্বস্তিক সেন্টার, ৮, ক্রুকেড লেন (পি-৮, চৌরঙ্গী স্কোয়ার), রুম নং ৩সি, ৩য় ফ্লোর, এসপ্ল্যানেড, কলকাতা-৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	কর্পোরেট পার্সনের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	৫ আগস্ট ২০২৬
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ই-মেইল ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নাম:** রচনা আগ্ঞালিয়া **ঠিকানা:** মধুবন অ্যাপার্টমেন্ট, ৫ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট বি৫, ৪৮/১১, যশোর রোড, কলকাতা-৭০০০৫৫ **ই-মেইল ঠিকানা:** ca.rachna1978@gmail.com **মোবাইল নং:** +৯১ ৭৯৮০৩০৩৮০৩ **রেজিস্ট্রেশন নং:** IBBI/IPA-001/IP-P01572/2019-2020/12602
৮.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোবেলকো মেশিনারি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড গত ৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখে স্বেচ্ছায় লিকুইডেশন শুরু করেছে।
কোবেলকো মেশিনারি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর স্টেকহোল্ডারদের এতদ্বারা আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বা তার আগে, ৭ নম্বর আইটেমের বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের কাছে তাদের দাবির প্রমাণ জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।
আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবির প্রমাণ জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাবির প্রমাণ জমা দিতে পারবেন।
মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবির প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা আরোপ করা হবে।

স্বা/-
রচনা আগ্ঞালিয়া
লিকুইডেটর

তারিখ : ০৮.০৮.২০২৬ আইবিবিআই রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P01572/2019-2020/12602
স্থান : কলকাতা এএফএ-এর মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L70109WB1947PLC015087
নিবন্ধিত কার্যালয়: গোদরেজ জেনেসিস, ১৪০৪, ১৪তম ফ্লোর, ব্লক ইপি অ্যান্ড জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে এজিএম-এ প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলি রিমোট ই-ভোটিং (এনএসডিএল-এর) এবং এজিএম-এ ব্যালট ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।
২৪.০৮.২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের ভিত্তিতে ভোটাধিকার গণনা করা হবে এবং উক্ত সদস্যরা ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। যে সকল সদস্য ই-ভোটিং করবেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ই-ভোটিং ২৮.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং ৩০.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫:০০ টায় শেষ হবে, যার পরে ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।
যে সমস্ত সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন তাদের ০৭.০৮.২০২৬ তারিখে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি মেইল করা হয়েছে এবং এটি এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং কোম্পানি যেখানে তালিকাভুক্ত রয়েছে সেই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট থেকে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bengalsteel.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে। যে সমস্ত সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ডিপোজিটরি/আরটিএ-এর কাছে তা করতে পারেন।
এজিএম বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে যারা কোম্পানির সদস্য হবেন তারা ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে এনএসডিএল-কে evoting@nsdl.co.in-এ অথবা কোম্পানিকে bengalsteel@bengalsteel.co.in-এ লিখতে পারেন। ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর কাছে আগে থেকেই নিবন্ধিত সদস্যরা তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং টিমের সাথে ০২২-৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে অথবা evoting@nsdl.co.in ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন।
এজিএম-এর উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক ২৫.০৮.২০২৬ থেকে ৩১.০৮.২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা — **নেহা মেহরা**
তারিখ : ০৭.০৮.২০২৬ — **কোম্পানি সেক্রেটারি**

SBI | **হোম লোন সেন্টার কলকাতা** "অবনী হাইট", ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ অবস্থান: মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন - রবীন্দ্র সদন, এক্সাইড বিল্ডিং-এর নিকট **ই-মেইল:** sbi.04490@sbi.co.in | **ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সঞ্জয় কুমার রাম, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭১০৮৬২ ই-মেইল: sbi.04490@sbi.co.in

যানবাহন বাজেয়াপ্তকরণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (অ্যানেক্সচার - ১) অনুযায়ী যান বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ১৩.০৮.২০২৬
সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: "ইচ্ছুক দরদাতা ১৩.০৮.২০২৬ তারিখের শেষ পর্যন্ত প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট প্রাপ্তি এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য আপডেট হওয়ার পরেই দরদাতাকে প্রি-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১১.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক যার বাস্তবিক দখল নেওয়া হয়েছে, সেই সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেটেড / বন্ধকীকৃত / চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি **'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'যাই থাক না কেন' ভিত্তিতে ১৩.০৮.২০২৬ তারিখে** বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে, যার সাথে বকেয়া সুদ এবং খরচ ও বায়না ইত্যাদি যোগ হবে এবং সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত (যদি থাকে) আদায়কৃত অর্থ বাদ দেওয়া হবে যা ঋণগ্রহীতাদের থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের প্রাপ্য।

পরিচিত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (যদি থাকে)	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না টাকা / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	রেজোলিউশন এজেন্টের ফোন নং
মেক এবং মডেল: RENAULT/KIGER RXT OPTION MT 1.0 PETROL **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪০৯৫০৮৬৫৫০১ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB 24BE0864 **ইঞ্জিন নং:** B4DA417E127585 **চ্যাসিস নং:** MEEHBC009N1039380 **মালিক:** অর্পণ রায় **তৈরির বছর:** ২০২২	**২,৬৯,০০০/- টাকা জিএসটি অন্তর্ভুক্ত,** এর নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ২৬,৯০০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
মেক এবং মডেল: MAHINDRA BOLERO NEO N4 **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪২২৩৫০৭৪৫৪২ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB08Q2788 **ইঞ্জিন নং:** XZP6G65639 **চ্যাসিস নং:** MAINA2XZXP6G90537 **মালিক:** আসিফ আলী মোল্লা **তৈরির বছর:** ২০২৩	**৫,৫৬,০০০/- টাকা জিএসটি অন্তর্ভুক্ত,** এর নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৫৫,৬০০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
মেক এবং মডেল: MARUTI VXI SWIFT **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪৩৩৭০২৪০২৫৮ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB02AV6054 **ইঞ্জিন নং:** Z12EP1066031 **চ্যাসিস নং:** MBHZCDESKRH166148 **মালিক:** সুদর্শনা ব্যানার্জী **তৈরির বছর:** ২০২৪	**৪,১৮,০০০/- টাকা জিএসটি অন্তর্ভুক্ত,** এর নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৪১,৮০০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
মেক এবং মডেল: HYUNDAI AURA 1.2 MT **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪৩৮৫৪৬১৬১৮৮ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB27A3578 **ইঞ্জিন নং:** G4LASM250956 **চ্যাসিস নং:** MALB341CLSM340209 **মালিক:** তৃষ্ণা সরকার **তৈরির বছর:** ২০২৫	**৫,০৮,০০০/- টাকা জিএসটি অন্তর্ভুক্ত,** এর নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৫০,৮০০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
মেক এবং মডেল: SKODA VW VENTO TSI AT HIGHLINEPLUS **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪২০৬৬১৬৫২৯৪ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB 20BS9649 **ইঞ্জিন নং:** DSH033575 **চ্যাসিস নং:** MEXG21604MT152199 **মালিক:** শ্রীমতী অনিতা শিকদার **তৈরির বছর:** ২০২৩	**৬,৮০,০০০/- টাকা জিএসটি অন্তর্ভুক্ত,** এর নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৬৮,০০০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০০০/- টাকা	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কে দেখুন এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com লিঙ্কে দেখুন।

তারিখ: ০৮.০৮.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কলকাতা — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

DOLLAR WEAR THE CHANGE
ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L17299WB1993PLC058969
নিবন্ধিত কার্যালয়: 'ওম টাওয়ার', ১৫তম ফ্লোর, ৩২ জে. এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন নং: ০৩৩-২২৮৮৪০৬৪-৬৬ ফ্যাক্স নং: ০৩৩-২২৮৮৪০৬৩
ওয়েবসাইট: www.dollarglobal.in **ই-মেইল:** investors@dollarglobal.in

ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ নতুনভাবে জমা / পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি (৪র্থ রিমাইন্ডার)

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের নতুন সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD- POD/I/3750/2026-এর পরিপ্রেক্ষিতে, এতদ্বারা শেয়ারহোল্ডারদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ সহজ করার উদ্দেশ্যে ১লা এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের আগে বিক্রিত/ক্রয়কৃত ও সম্পাদিত শেয়ারগুলি নতুনভাবে জমা দেওয়ার জন্য এবং ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের আগে জমা দেওয়া ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধগুলি, যা নথিপত্রে ঘাটতি/প্রক্রিয়াগত ত্রুটি/বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল/বিবেচনা করা হয়নি, সেগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের নিমিত্ত আরও একটি স্পেশাল উইন্ডো খোলা হয়েছে।
উপরে উল্লিখিত স্পেশাল উইন্ডোটি **৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত** খোলা থাকবে এবং এই ধরনের সমস্ত হস্তান্তরগুলি প্রক্রিয়া করা হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ট্রান্সফারি(দের) অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করা হবে এবং আরটিএ /কোম্পানি কর্তৃক নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে এবং উক্ত লক-ইন পিরিয়ড চলাকালীন হস্তান্তর/মার্ক/বন্ধক রাখা যাবে না।
যেহেতু কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক সমস্ত নথিপত্র সঠিক বলে বিবেচিত হওয়ার পর হস্তান্তরিত শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে, তাই ট্রান্সফারি(দের) অবশ্যই একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে হস্তান্তরের জন্য নথিপত্র জমা দেওয়ার সময় নিম্নলিখিত নথিপত্রগুলি জমা দিতে হবে, যথা: ক) আসল শেয়ার সার্টিফিকেট খ) ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের আগে সম্পাদিত হস্তান্তর দলিল গ) ক্রয়ের প্রমাণ ঘ) কেওয়াইসি নথিপত্র ঙ) ডিপি কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত সর্বশেষ ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (CML) যা ২ মাসের বেশি পুরানো নয় এবং চ) কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ নির্ধারিত ফর্ম্যাট অনুযায়ী আন্ডারটেকিং কাম ইনডেমনিটি।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডার(দের) আরও সহায়তার জন্য কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে nichetechpl@nichetechpl.com ই-মেইল আইডিতে বা তাদের অফিসের ঠিকানা ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম ফ্লোর, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা ৭০০ ০১৭, টেলিফোন: ০৩৩-২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮-তে অথবা কোম্পানির সাথে investors@dollarglobal.in-এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অভিষেক মিশ্র
তারিখ : ০৭-০৮-২০২৬ — কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা ১২শ তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১। শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in** | **দখল বিজ্ঞপ্তি** পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

অ্যাকাউন্টের নাম: অশ্বনী শর্মা (ঋণগ্রহীতা), সিআইএফ নং ৯২০২৯৪৩০৬১৮, অ্যাকাউন্ট নং ৪৩৯৫৩৭৮২৭০০ (এইচবিএল)

চার্জ করা সিকিউরিটির দখল

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা, যার অফিস জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১১ তলা, কলকাতা - ৭০০০৭১-এ অবস্থিত, এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি ২৯.১০.২০২৫ তারিখে জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী অশ্বিনী শর্মা, পিতা- শ্রী রমেশ শর্মা-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাৎ ৯০,০০,৩২৩.০০ টাকা (নব্বই লক্ষ তিনশো তেইশ টাকা) যা ২৯.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩০.১০.২০২৫ থেকে ভবিষ্যতের সুদ, সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার **৯০,০০,৩২৩.০০ টাকা (নব্বই লক্ষ তিনশো তেইশ টাকা) যা ২৯.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩০.১০.২০২৫ থেকে ভবিষ্যতের সুদ, সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:

সম্পত্তির মালিক: শ্রী অশ্বিনী শর্মা, পিতা- শ্রী রমেশ শর্মা
বুক নং ১, ভলিউম নম্বর ১৯০১-২০২৫, পৃষ্ঠা ৮৭৭৪২ থেকে ৮৭৭৮৬ এ নিবন্ধিত দলিল জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ যা ২০২৫ সালের জন্য ১৯০১০২৭৪৫ নং।
১ম ফ্লোরে অ্যাপার্টমেন্ট নং ১০৮ ব্লক এ, টাইলস ফ্লোরিং সহ অ্যাপার্টমেন্টের সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ১৫৯৮ (এক হাজার পাঁচশো আটানব্বই) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি, কার্পেট এরিয়া ৯১৩.২২ (নয়শো তেরো দশমিক বাইশ) বর্গফুট মাত্র বা সামান্য কমবেশি, যা **'BELLAGIO LVL NXT'** নামক প্রজেক্টে নির্মিত। এটি ১২৪ (একশত চব্বিশ) ডেসিমেল বা ৭৪ কাঠা ১১ ছটাক ৩০ বর্গফুট পরিমাপের জমির বা সামান্য কমবেশির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের উপর নির্মিত, যা আর.এস. দাগ নং ৪২৮৫, ৪২৮৬, ৪২৮৭, ৪২৮৮, ৪২৯০, আর.এস. খতিয়ান নং ৮০৭, ২৫২, ২৫২৪ এর অধীনে, সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং ৪২৮৫, ৪২৮৬, ৪২৮৭, ৪২৮৮, ৪২৯০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩১১/৮, ১৯৫৬/২, ১৪১৬/৬, ৮০৪/১, ৬৭০২, ৬৭০৩, ৮৭৬০ এর অধীনে অবস্থিত, মৌজা গোপালপুর, আর.এস. নং ১৮২, জে.এল. নং ২, থানা এয়ারপোর্ট (বর্তমানে নারায়ণপুর), ডাকঘর রাজারহাট গোপালপুর, কলকাতা ৭০০১৩৬। এটি বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ০৪ এর সীমার মধ্যে, পূর্বে রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ০৫, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং আরজিএম ৫/১৫৫, ৫/১৫৬, ৫/১৭৪, ৫/১৭৫, ৫/১৭৬, ৫/১৭৭, ৫/১৭৮, এ.ডি.এস.আর. বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা। রাজারহাট রোড, সালুয়া, গোপালপুর।

মৌজা	আর.এস./এল.আর. দাগ নং	দাগে মোট এলাকা (একরে)	প্রজেক্টের অন্তর্গত এলাকা (একরে)	প্রজেক্টের অন্তর্গত এলাকা (কাঠায়)
গোপালপুর	৪২৮৫	০.০৯	০.০৯	০৫ কাঠা-০৭ ছটাক-০৫ বর্গফুট
	৪২৮৬	০.০৩	০.০৩	০১ কাঠা-১৩ ছটাক-০২ বর্গফুট
	৪২৮৭	০.৯০	০.২৬	১৫ কাঠা-১১ ছটাক-২১ বর্গফুট
	৪২৮৮	০.৩২	০.৩২	১৯ কাঠা-০৫ ছটাক-৩৪ বর্গফুট
	৪২৯০	০.৮৯	০.৫৪	৩২ কাঠা-০৬ ছটাক-১৩ বর্গফুট
		মোট	**১.২৪**	**৭৪ কাঠা-১১ ছটাক-৩০ বর্গফুট**

'BELLAGIO LVL NXT' নামক আবাসিক প্রজেক্টের মেজানাইন ফ্লোরের ব্লক এ-তে অবস্থিত ১৩৫ (একশো পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের আচ্ছাদিত কার পার্কিংয়ে ১টি (একটি) মাঝারি আকারের গাড়ি পার্ক করার অধিকার।
উত্তরে: ৩০ মিটার চওড়া রাজারহাট মেইন রোড (২১১ বাস রুট), **দক্ষিণে:** হিডকো (HIDCO) স্ট্রিট নং ৭০৯, **পূর্বে:** আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৪২৮৭(পি), ৪২৯০(পি), ৪৩৫৯ এবং ৪৩৬০ এর জমি, **পশ্চিমে:** আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৪২৮৩, ৪২৮৪ এবং ৪২৮৯ এর জমি।

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কলকাতা — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ফর্ম জি - ভার্সান ৩
অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এ ''অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ'' কাজে নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড PAN NO : AADCB2957M CIN : U34105WB2007PTC120650
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	ইউনিট নং ৭০৯, ৮মতল, মার্লিন ইনফিনাইট, ডিএন-৫১, সেক্টর -৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, বিধাননগর সিকে মার্কেট, উত্তর ২৪ পরগনা, সল্টলেক,পশ্চিমবঙ্গ , ভারত, ৭০০০৯১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	attivoeconomic.sipl@gmail.com
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রদত্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২৫ এর শেষ প্রাপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী কার্যাদি থেকে রাজস্ব নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	জানা নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য প্রাপ্ত। এই আর্থিক তথ্য, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা সহ আরপি নিকট ইমেলের attivoeconomic.sipl@gmail.com মাধ্যমে জানা যাবে।
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত	আরপি নিকট attivoeconomic.sipl@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে জানা যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	শুক্রবার, ২১ আগস্ট, ২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	সোমবার ৩১ আগস্ট, ২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	শনিবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	মঙ্গলবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	রবিবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মঙ্গলবার ২০ অক্টোবর ২০২৬ (কার্যকরী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে)
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	attivoeconomic.sipl@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	জানা নেই

শ্রী অনুপ কুমার সিং
প্রস্তাব পেশাদার
অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড
IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322
এএফএ বৈধ ৩০/০৬/২০২৭ পর্যন্ত
স্যুট ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
তারিখ ও স্থান : ৮ আগস্ট, ২০২৬, কলকাতা

হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড

(পূর্বে 'সস্তাসুন্দর ভেঞ্চার্স লিমিটেড' নামে পরিচিত)
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং (CIN): L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ২য় তলা, ৭ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বে ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ই-মেল: investors@sastasundar.com • ওয়েবসাইট: www.healthxplatform.com • ফোন: ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩০

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরনীর সারসংক্ষেপ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণী	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 30-জুন-২৬ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৫ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৬ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৫ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)
পরিচালন থেকে মোট আয় (নিট)	৮.০০	৮.৬৮	৯.৬৭	৩৭.৫৯	৪৪,৬৮৪.৯৮	৩৭,৩৭৮.০১	২৯,৮৪২.৮২	১৩১,৯২৬.৫৯
কর এবং ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ বিষয়াবলীর পূর্বে মেয়াদের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	(৫১.৪৩)	(১৫.২০)	(১০.৯৫)	(৯৫.১২)	১৯৭.৪৮	(১,৩৮৬.৪৮)	৩,০১৮.৬৬	(১২৩.০৬)
কর পূর্ব মেয়াদের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ বিষয়াবলীর পরে)	(৫১.৪৩)	(১৫.২০)	(১০.৯৫)	(৯৫.১২)	১৯৭.৪৮	(১,৪৮২.৫৭)	৩,০১৮.৬৬	(২৩৫.৭৬)
কর পরবর্তী মেয়াদের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	(৫১.৪৩)	(১৫.২০)	(১০.৯৫)	(৯৫.১২)	১৯৮.৬৭	(১,২৯৬.৮৮)	২,৬৫৯.২১	(১৪৪.৭৩)
মেয়াদের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি)	(৫১.২৫)	(১২.৯১)	(১১.৪৭)	(৯৪.৩৮)	১৩৮.৬৭	(১,১৪৯.৮৪)	২,৬৮৩.৫১	৭৩.৬৮
পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫
অন্যান্য ইকুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতিরেকে)	-	-	-	২৩,৯০৫.১০	-	-	-	৬০,৯০৭.৭৬
শেয়ার প্রতি আয় (মূল)	(০.১৬)*	(০.০৫)*	(০.০৩)*	(০.৩০)	০.৮০*	(৩.৫১)*	৭.৫২*	০.৩৭
শেয়ার প্রতি আয় (মিশ্রিত)	(০.১৬)*	(০.০৫)*	(০.০৩)*	(০.৩০)	০.৮০*	(৩.৫১)*	৭.৫২*	০.৩৭

* বার্ষিকীকৃত নয়
দ্রষ্টব্য:
১. উপরিউক্ত তথ্যটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি সারসংক্ষেপ। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবপেজ https://healthxplatform.com/Pdf/Unaudited_Financial_Results_Standalone_and_Consolidated_30062026.pdf -এ উপলব্ধ রয়েছে, যা নিচে দেওয়া কুইক রেসপন্স (QR) কোড স্ক্যান করেও দেখা যাবে।
২. লাভ ও ক্ষতির বিবরণীতে সমন্বয় করা ব্যতিক্রমী বিষয়াবলী ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড এএস) নিয়ম অনুযায়ী করা হয়েছে।

পর্ষদের পক্ষে এবং আদেশানুসারে
হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড
(পূর্বে 'সস্তাসুন্দর ভেঞ্চার্স লিমিটেড' নামে পরিচিত)
বনওয়ারী লাল মিত্তাল
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00365809

তারিখ: ৭ আগস্ট, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

রূপনারায়ণের জলে ভাঙল বাঁশের সেতু
বন্যার আশঙ্কা খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: টানা বৃষ্টির জেরে ফের বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে খানাকুলে। একদিকে লাগাতার বৃষ্টিতে নদী-নালা ও খাল-বিলের জল বাড়ছে। অন্যদিকে, জলের প্রবল স্রোত ও চাপে একের পর এক ভেঙে পড়ছে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ বাঁশের সেতু। ফলে কার্যত সমস্যার মধ্যে পড়েছেন খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষ। তেমনই খানাকুলের বন্দরে রূপনারায়ণ নদীর উপর নির্মিত একটি বাঁশের সেতু জলের প্রবল চাপে ভেঙে যায়। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই বাঁশের সেতুটিই ছিল এলাকার মানুষের যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় দুই পারের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড়সড় সমস্যা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টানা বৃষ্টির ফলে রূপনারায়ণ নদীতে জলের পরিমাণ ও স্রোত ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। সেই জলের প্রবল চাপে বাঁশের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত এদিন সেতুটির একটি বড় অংশ ভেঙে নদীর জলে তলিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় ওই পথ দিয়ে মানুষের যাতায়াত। এই বাঁশের সেতুর উপর দিয়ে প্রতিদিন বহু বাসিন্দাদের পারাপার, পড়ুয়া, কৃষক, শ্রমিক-সহ বহু মানুষ যাতায়াত করতেন। নদী পারাপারের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় সেতুটি ভেঙে যাওয়ার পর তাঁদের সমস্যার পরিমাণ আরও বেড়েছে। বিশেষ করে জরুরি প্রয়োজনে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। বর্ষার সময় খানাকুলের বিভিন্ন নদী ও জলাশয়ে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁশের সেতুগুলির উপর চাপও বাড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে বছরের পর বছর ধরে বহু মানুষকে অস্থায়ী বাঁশের সেতুর উপর নির্ভর করতে হয়। বর্ষা এলেই সেই সেতুগুলি নিয়ে তৈরি হয় আতঙ্ক। কখনও জলের স্রোতে সেতু ভেঙে যায়, আবার কখনও সেতুর কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ায় বন্ধ হয়ে যায় যাতায়াত। বন্দরের বাঁশের সেতুটি ভেঙে যাওয়ার ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র অস্থায়ী বাঁশের সেতুর উপর নির্ভর করে এত বড় এলাকার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালানো কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে প্রশাসনের ভাবা প্রয়োজন। খানাকুলের বিভিন্ন নিচু এলাকায় জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নদীর জলস্তর বাড়তে থাকায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। তার উপর গুরুত্বপূর্ণ সেতু ভেঙে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এই খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ পাশে থাকার বার্তা দেন। সর্বমিলিয়ে টানা বৃষ্টি এবং নদীর জলস্তর বৃদ্ধির জেরে আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর খানাকুলবাসীর। একের পর এক বাঁশের সেতু ভেঙে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে বন্যার আতঙ্ক এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা।

সীমান্তের প্রথম গ্রাম থেকে পঞ্চায়েতের রাজস্ব বৃদ্ধি: দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিকে উন্নয়নের মূল স্রোতে আনা এবং পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব উপার্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য। সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সীমান্তের শেষ গ্রামটি প্রকৃতপক্ষে 'দেশের শেষ গ্রাম' নয়, বরং তা হল 'দেশের প্রথম গ্রাম'। তাই ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রকল্পের অধীনে সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রামগুলিকে অবকাঠামো ও সুরক্ষার দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা হচ্ছে। এরফলে অনুপ্রবেশ রোধ হবে এবং গ্রামের মানুষ নিজেই নিজের এলাকা সুরক্ষিত রাখতে পারবে।' তিনি জানান, 'নদিয়া জেলা-সহ বেশ কিছু এলাকায় এই প্রকল্পের কাজ চলছে।' পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ জানান, 'বর্তমানে পঞ্চায়েতের অধিনে প্রায় ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ একসঙ্গে চলছে।' কর্মী ও সময়ের ঘাটতি সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ১৫ তারিখের মধ্যে আবাস প্লাস যোজনার সার্বিক সমীক্ষা ও তালিকা সংশোধন করার ওপর তিনি জোর দেন। আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, এর আগে বহু অযোগ্য ও অবৈধ নাম তালিকায় ঢোকানো হয়েছিল। সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রায় ১,০০০ জন অযোগ্য ব্যক্তি টাকা ফেরত দিয়েছেন। প্রায় সাড়ে ১২ হাজার অযোগ্য লোকের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে এবং বেআইনিভাবে নেওয়া টাকা উদ্ধার করা হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট জানান, দুর্নীতি বন্ধ করে সব প্রকৃত ও যোগ্য ব্যক্তিরাই এই সুবিধা পাবেন। পঞ্চায়েত এলাকায় কর বৃদ্ধির জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েতে কোনও কর বাড়ানো হবে না, এটি নিছকই বিভ্রান্তিকর রটনা।' তবে পঞ্চায়েতগুলোকে নিজেদের সম্পদ যেমন, পুকুর, বাজার, হাটের শেড, নদীর ঘাট এবং পঞ্চায়েত ভবনের হল ভাড়া দিয়ে নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের অভিযোগ এবং অন্নপূর্ণা ভান্ডারের মতো বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে। সকল যোগ্য সুবিধাভোগীর কাছে ঠিক সময়ে এই সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে।

সীমান্ত অঞ্চলে বড় অভিযান ইবি'র, সিল করা হল দোকান ও গোডাউন

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: অবৈধভাবে বাংলাদেশে ওষুধ পাচার রুখতে ইবি এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও ড্রাগ কন্ট্রোলের যৌথ অভিযান। স্বরূপনগরের বিথারীর সীমান্ত এলাকায় ওষুধের দোকানে চালানো হল বড় অভিযান। মিলল বহু বেআইনি ওষুধ, সিল করা হল দোকান ও গোডাউন। বড়সড় সাফল্য এল ইবি ও ড্রাগ কন্ট্রোলের যৌথ অভিযানে। সীমান্তবর্তী লয়েড মেডিক্যাল নামের একটি ওষুধের দোকান ও তার গোডাউন প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে চালানো হয় অভিযান। দোকানের মালিক শহিদুল মণ্ডল ও তার ছেলে লয়েড পলাতক।

বুধবার স্বরূপনগরের বিথারী বাজার-সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিক ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়। সীমান্তবর্তী বিথারী বাজারের ওই লয়েড মেডিকেল ওষুধের দোকানে তারা হানা দেয়। দুপুর ১ টা থেকে রাত পর্যন্ত দোকান-সহ দুটি গোডাউনে তল্লাশি চালায় তারা। সেখান থেকে একাধিক অবৈধ ওষুধ, নথি বিহীন ওষুধ পেটি পেটি উদ্ধার হয়। জানাগেছে, এইসব ওষুধ অবৈধভাবে বাংলাদেশে পাচার হতো। রাত এগারোটা নাগাদ তল্লাশি শেষ করে দোকানটি ও গোডাউন সিল করে দিয়ে যায় তদন্তকারীরা। দোকানের মালিক ও তার ছেলে পলাতক। এই ঘটনা নিয়ে এলাকার বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকারের অভিযোগ, 'তৃণমূলের আমলে এইসব বেআইনি ব্যবসায়ীদের রমরমা ব্যবসা হয়েছে তৃণমূল নেতাদের মদতে। এরা বাংলাদেশের সাথে রমরমিয়ে অবৈধ কারবার করেছে। মোটা টাকা ইনকাম করেছে আর তার একটা অংশ স্থানীয় তৃণমূল নেতারা পেয়েছে বলে সেই সময়ের সরকার এই পাচারে মদত দিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখন সরকার পাল্টেছে, এই সরকারের আমলে এইসব দুর্নীতি আর হবে না। এক এক করে সব অবৈধ বন্ধ হবে।'

অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

Ref No: AFL/CO/2026-27/Legal/Aug/856 ০৬/০৮/২০২৬

প্রতি
(১) শ্রীমতী ছবি ঘোষ
ই-১, কলম্বিয়া স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর, বর্ধমান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩২১২
এছাড়াও ঠিকানা - ক্লিনি ল্যাব এসবি মোড় দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩২০১
(২) শ্রীমতী ঋষিতা নন্দী
ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩য় ফ্লোর, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস ৬১২, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা সন্তোষপুর, থানা- পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ – ৭০০০৭৫

বিষয়: সাত দিনের মধ্যে আপনার অস্থায়ী দ্রব্যাদি সরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ - সারফায়েসি অ্যাক্ট-এর অধীনে বিক্রিত সম্পত্তি।

সূত্র: 'নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট'-এর উত্তর দিকে ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত ৩বি নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট, প্রেমিসেস নং ৬১২, সার্ভে পার্ক, থানা- পূর্ব যাদবপুর, জেলা- ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা- সন্তোষপুর, জে.এল. নং ২২, তৌজি নং ১৫১, সি.এস. দাগ নং- &০৬, সি.এস. খতিয়ান নং- ১০, আর.এস. দাগ নং ৮০৪/২১০১, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৯১, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে। সীমানা: পূর্বে - প্রেমিসেস নং এ-৫৮ (৫ম তল মালিকানা ভবন), পশ্চিমে - প্রেমিসেস নং এ-৫৬ (একতলা ভবন), উত্তরে - ৩০ ফুট চওড়া কে.এম.সি. রাস্তা, দক্ষিণে - দ্বিতল ভবন।

অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড ইতিমধ্যেই সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদের **বাস্তবিক দখল** নিয়েছে এবং **এটি নিলামের মাধ্যমে বৈধভাবে বিক্রি করার জন্য** নির্ধারিত হয়েছে।
প্রাঙ্গণ পরিদর্শনের সময়, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে **আপনার মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দ্রব্যাদি/সামগ্রী** এখনও সম্পত্তির ভিতরে পড়ে রয়েছে।
আপনাকে এতদ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই নোটিশের তারিখ থেকে **সাত (৭) দিনের মধ্যে** প্রাঙ্গণ থেকে আপনার সমস্ত অস্থায়ী দ্রব্যাদি/সামগ্রী সরিয়ে ফেলার জন্য অবহিত করা হচ্ছে। আপনাকে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে যেতে এবং আর কোনো বিলম্ব ছাড়াই প্রাঙ্গণ খালি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
যদি আপনি তা না করেন, তবে উক্ত সম্পত্তিতে ফেলে রাখা আপনার কোনো নড়নক্ষম জিনিসের নিরাপত্তা, হেফাজত, ক্ষতি, ধ্বংস, বিলিব্যবস্থা বা নষ্ট হওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক/অনুমোদিত অফিসারকে দায়ী করা হবে না এবং এই বিষয়ে **আপনার কোনো দাবি** গ্রাহ্য করা হবে না।
এই নোটিশটি সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের অধীনে ব্যাঙ্কের উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারগুলির কোনো ক্ষতি ছাড়াই জারি করা হলো।
আপনাকে এটি একটি চূড়ান্ত এবং জরুরি যোগাযোগ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লি.

চন্দ্রকোনা থানায় সাইবার সেল উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং চন্দ্রকোনা থানার সহযোগিতায় চন্দ্রকোনায় অনুষ্ঠিত হল বাল্যবিবাহ রোধ, সাইবার প্রতারণা ও নারী সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা শিবির। পাশাপাশি চন্দ্রকোনা থানায় সাইবার সেলের উদ্বোধন করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা। উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার বুশারা বানু, চন্দ্রকোনার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, চন্দ্রকোনা ১ আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস ও চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক উৎপল পাইক।

রবীন্দ্রনাথের ৮৫তম প্রয়াণ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনায় স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংঘের উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৫তম প্রয়াণ দিবস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই। এদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিধায়ক সুকান্ত দোলুই। বিধায়ক বলেন, 'বিশ্বকবির জীবন, সাহিত্য ও আদর্শের কথা তুলে ধরে আগামী দিনে তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে সকলকে পথ চলার আহ্বান জানান।' স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংঘের সভাপতি তথা আইনজীবী সমীর কুমার ঘোষ বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্য ও সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর অবদান ও আদর্শ চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের হৃদয়ে সারা জীবন জীবিত থাকবেন।'

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল রেলের এক অফিসারের। মৃতের নাম কমল সেনাপতি (৫৩)। তিনি রেলের পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে হুগলি স্টেশনে কর্মরত ছিলেন। সহকর্মীদের একাংশের দাবি, কাজের চাপে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন কমল। সেই কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন, নাকি দুর্ঘটনাবশত তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। খবর পেয়ে ব্যান্ডেল জিআরপি ঘটনাস্থলে গিয়ে কমলের দেহ উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হুগলি স্টেশনের তিন নম্বর লাইনে ট্রেনে কাটা পড়েছেন কমল। চন্দননগরে যেতে হলে ডাউন লাইনের প্ল্যাটফর্মে থাকার কথা ছিল কমলের। কিন্তু আপ লাইনের ট্রেনে তিনি কাটা পড়লেন কী ভাবে? তাই সহকর্মীদের একাংশের দাবি, কমল আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।

অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

Ref No: AFL/CO/2026-27/Legal/Aug/855 তারিখ: ০৬/০৮/২০২৬

প্রতি

(১) বায়োটেক ফাউন্ডেশন সিবি-১৬২, সিবি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৪	**(২) সুদীপা চক্রবর্তী** সিবি-১৬২, সিবি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৪
(৩) রেখা বসু সিবি-১৬২, সিবি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৪	**(৪) অমিত চক্রবর্তী** সিবি-১৬২, সিবি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর- ১ বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৪
(৫) নীলাঞ্জন বসু সিবি-১৬২, সিবি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৪	**(৬) নারায়ণ বসু** সিবি-১৬২, সিবি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর-১ বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬৪
(৭) ইনস্টিটিউট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্য প্রেসিডেন্ট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বাদু ঠাকুর হাট রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৮	

বিষয়: সাত দিনের মধ্যে আপনার অস্থায়ী দ্রব্যাদি সরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ।

সূত্র: ২ কাঠা ৮ ছটাক এবং ৬ বর্গফুট (২০০৫ সালের দলিল নং I ০০৭১৮ অনুযায়ী) এবং ৫ কাঠা ১৩ ছটাক এবং ৪ বর্গফুট (২০০৫ সালের দলিল নং I ০০৭১৯ অনুযায়ী) পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, অর্থাৎ মোট কমবেশি ৫৮৪৮ বর্গফুট, যা বারাসাত পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ৯, ঠাকুর হাট রোড, প্লট নং বি২ এবং বি৩, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, জে.এল. নং ৭০, আর.এস. দাগ নং ১২৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১৭, তৌজি নং ১৪৬, আর.এস. নং ১০৪, মৌজা- আমড়াডাঙার অধীনে, কলকাতা- ৭০০১২৮-এ অবস্থিত। বাড়ি / প্লটের সীমানা: পূর্বে- দাগ নং ১২৯, পশ্চিমে- রাস্তা, উত্তরে- দাগ নং ১২৯, দক্ষিণে- দাগ নং ১৪৬।
অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড ইতিমধ্যেই ২৮.০৭.২০২৬ তারিখে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদের **বাস্তবিক দখল** নিয়েছে।
বাস্তবিক দখলের সময়, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে আপনার মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি নড়নক্ষম জিনিস/সামগ্রী এখনও সম্পত্তির ভিতরে পড়ে রয়েছে।
আপনাকে এতদ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই নোটিশের তারিখ থেকে সাত (৭) দিনের মধ্যে প্রাঙ্গণ থেকে আপনার সমস্ত অস্থায়ী দ্রব্যাদি/সামগ্রী সরিয়ে ফেলার জন্য অবহিত করা হচ্ছে। আপনাকে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে যেতে এবং আর কোনো বিলম্ব ছাড়াই প্রাঙ্গণ খালি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
যদি আপনি তা না করেন, তবে উক্ত সম্পত্তিতে ফেলে রাখা আপনার কোনো নড়নক্ষম জিনিসের নিরাপত্তা, হেফাজত, ক্ষতি, ধ্বংস, বিলিব্যবস্থা বা নষ্ট হওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক/অনুমোদিত অফিসারকে দায়ী করা হবে না এবং এই বিষয়ে আপনার কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।
এই নোটিশটি সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের অধীনে ব্যাঙ্কের উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারগুলির কোনো ক্ষতি ছাড়াই জারি করা হলো।
আপনাকে এটি একটি চূড়ান্ত এবং জরুরি যোগাযোগ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194
ফোন: (০৩৩) ২২৩০-২৩৩১ (৬ লাইনস), ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: gillander@gillandersarbuthnot.com ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০-জুন-২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৮,১২১.০৮	৯,১৫৪.১৩	৭,৮১২.১২	৩৯,৬২৯.২৭	৯,১৩৩.৫০	১০,৩৩৮.৯৫	৮,৮৩৭.৪৭	৪৩,০৮৭.২৫
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৩৪০.১৫	(১,৫১৫.০৫)	(৪১৬.৩৭)	৬২৮.১৫	২৩৮.০৬	(৪৯১.৬৮)	(৫৫২.৮৯)	১,১০৭.৭৯
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৩৪০.১৫	(১,৫১৫.০৫)	(৪১৬.৩৭)	৬২৮.১৫	২৩৮.০৬	(৪৯১.৬৮)	(৫৫২.৮৯)	১,১০৭.৭৯
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৩৫৩.৮৭	(১,৪১২.২৩)	(৪০৯.০০)	৪৬৬.৭৯	২৫১.৭৮	(৩৮৮.৭৬)	(৫৪৫.৫২)	৯৪৬.৫৩
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৩৭৯.৪০	(১,৩৭৫.০০)	(৩৯৫.২৮)	৫৫৭.৩৪	২৭৬.১৪	(১৯৪.১৭)	(৫২০.৯৭)	১,২৭৫.৯৩
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার):- মৌলিক এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	১.৬৬	(৬.৬২)	(১.৯২)	২.১৯	১.১৮	(১.৮২)	(২.৫৬)	৪.৪৩

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com** -এও পাওয়া যাবে।
২. পূর্ববর্তী বছর / সময়ের পরিসংখ্যানগুলো প্রয়োজনমতো পুনর্বিন্যস্ত / পুনর্গঠন করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
মহেশ সোধানী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
(DIN: 02100322)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৭ অগস্ট, ২০২৬

কেনরা বৈঁক Canara Bank — Syndicate

আঞ্চলিক কার্যালয়: কলকাতা - ১
রিকভারি এবং লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ১০৭।

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর বিধান অনুযায়ী দখল করা হয়েছে, তা ই-অকশনের মাধ্যমে অনলাইনে নিম্নরূপ বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে নীচে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে অফার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) ধারার অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারার অধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, শাখা এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বসিরহাট শাখা** **খ) শ্রী রাহুল গাঙ্গুলী,** পিতা- সুকুমার গাঙ্গুলী মৌরিগ্রাম আন্দুল মৌরি, হাওড়া, ডোমজুড়, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১ ৩০২	**ক) ১৩,৫৬,৭৮১.৫৫ টাকা** (তেরো লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো একাশি টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) **১১.০১.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ ও খরচ। **খ) ২২.০১.২০২৫** **গ) ০২.০৪.২০২৫**	**শ্রী রাহুল গাঙ্গুলীর (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) নামীয় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।** হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত মৌজা- পোঁদড়া, জে.এল. নং ৩৮, পিন-৭১১ ১০৯, আর.এস. দাগ নং ২৭৮, এল.আর. দাগ নং ২৭৮, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ৫৯৪৬, ৫৯৪৭ এবং ৫৯৪৮-এ অবস্থিত তানভীর আশিয়ানা-এর প্রথম তলায় ব্লক-এ তে ১০৩ নং আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ফ্ল্যাটটির পরিমাপ প্রায় ৬০৫ বর্গফুট, যার মধ্যে ২টি বেডরুম, ১টি বাথরুম (প্রিভি সহ), ১টি ডাইনিং কাম লিভিং রুম, ১টি ডব্লিউ.সি., ১টি রান্নাঘর এবং ১টি বারান্দা রয়েছে। **ফ্ল্যাটটির সীমানা:** উত্তরে- ফ্ল্যাট নং ১০৪, দক্ষিণে- খোলা আকাশ, পূর্বে- ফ্ল্যাট নং ১০২ এবং লিফট, পশ্চিমে- খোলা আকাশ এবং ফ্ল্যাট নং ১০৪। **বিল্ডিংটির সীমানা:** উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া সাধারণ পথ, দক্ষিণে- আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৭৮ এর জমি, পূর্বে- আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৭৮ এর জমি, পশ্চিমে- পাঁচপাড়া মৌজার জমি। **(বাস্তবিক দখলাধীন সম্পত্তি)**	**ক) ১৩,৩৫,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,৩৩,৫০০.০০ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, বসিরহাট শাখা, মোবাইল: ৮১৯৭৯ ৬৮১৭২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪** **ঙ) ১,৩৩,৫০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে টাকা যোগ করে জমা করতে হবে।**
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, কলকাতা সল্টলেক সিটি শাখা** **খ) শ্রী অরিজিৎ মন্ডল,** পিতা- হরেকৃষ্ণ মন্ডল কমলপুর, রাধাপুর, হাওড়া-৭১১ ৩০১। আরও ঠিকানা: ৪৬৯, ভুবন মোহন রায় রোড, ২য় ফ্লোর, থানা- হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০০৮।	**ক) ১৮,০২,১৭৮.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ দুই হাজার একশো আটাত্তর টাকা মাত্র) **২৮.০৩.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ ও খরচ। **খ) ২৮.০৩.২০২৫** **গ) ৩০.০৫.২০২৫**	**অরিজিৎ মন্ডলের (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) নামীয় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।** কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪৬৯, ভুবন মোহন রায় রোড, থানা- হরিদেবপুর, এ.ডি.এস.আর.- বেহালা, ডি.এস.আর.- আলিপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৩, কলকাতা- ৭০০ ০০৮, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনার সীমার মধ্যে মৌজা- পূর্ব বড়িশা, জে.এল. নং ২৩, তৌজি নং ২৩৫, দাগ নং ৯৬৫, খতিয়ান নং ১২৯৮-এর অধীনে ৩ তলা বিল্ডিংয়ের ২য় তলায় (উত্তর) অবস্থিত ৫৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যাতে ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট রয়েছে। **বিল্ডিংটির সীমানা:** উত্তরে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা, দক্ষিণে- দাগ নং ৯৬৯ এর জমি দ্বারা, পূর্বে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা, পশ্চিমে- দাগ নং ৯৬৫ এর জমি দ্বারা। **(বাস্তবিক দখলাধীন সম্পত্তি)**	**ক) ১৮,৫০,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,৮৫,০০০.০০ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মোবাইল: ৮২১০৬ ৫৪৪৩২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪** **ঙ) ১,৮৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে টাকা যোগ করে জমা করতে হবে।**
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বারাসাত চাঁপাডালি মোড় শাখা** **খ) প্রীতিময় মন্ডল,** পিতা- মৃত প্রেমপদ মন্ডল মস্তিকরি, পোঃ- দক্ষিণ বারাসাত, থানা- জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ৩৭২। **তাপসী মন্ডল,** স্বামী- প্রীতিময় মন্ডল মস্তিকরি, পোঃ- দক্ষিণ বারাসাত, থানা- জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ৩৭২।	**ক) ১০,৩০,০৩৫.০১ টাকা** (দশ লক্ষ ত্রিশ হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা এবং এক পয়সা মাত্র) **০৫.১০.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ ও খরচ। **খ) ০৯.১০.২০২৫** **গ) ১২.১২.২০২৫**	প্রীতিময় মন্ডলের (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) নামীয় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- জয়নগর, দক্ষিণ বারাসাত, জে.এল. নং ৯, মৌজা- মস্তিকরি, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৪৬, দাগ নং ২০৭১-এ অবস্থিত প্রায় ২.৭৫ শতক পরিমাপের জমি এবং তার উপর নির্মিত একটি আবাসিক ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। বিল্ডিংটির সীমানা: উত্তরে- নির্মল মন্ডলের জমি, দক্ষিণে- মালিকের জমি, পূর্বে- মাটির রাস্তা, পশ্চিমে- ঋণগ্রহীতার জমি। (গঠনমূলক দখলাধীন সম্পত্তি)	**ক) ২০,৯০,০০০.০০ টাকা** **খ) ২,০৯,০০০.০০ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মোবাইল: ৮৪২০৬ ২৭২৩২ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪** **ঙ) ২,০৯,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে টাকা যোগ করে জমা করতে হবে।**
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বোয়ালিয়া শাখা** **খ) মাধব সরকার,** পিতা- মনোরঞ্জন সরকার গ্রাম- রুদ্রপুর দেবীগড়, পোঃ- নীলগঞ্জ বাজার, থানা- দত্তপুকুর, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ১২৬। **আরও ঠিকানা:** নং ৩, চণ্ডীগড়, মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ১৩০। **এবং আরও ঠিকানা:** ১ নং দেবীগড়, পোঃ- মধ্যমগ্রাম, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ১২৯।	**ক) ১৭,৬২,৬৩৫.৫৫ টাকা** (সতেরো লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শো পঁয়ত্রিশ টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) **১২.০৫.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ ও খরচ। **খ) ২০.০৫.২০২৫** **গ) ২৪.০৭.২০২৫**	**মাধব সরকারের (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।** জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বারাসাত, ইছাপুর-নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে মৌজা- রুদ্রপুর, হাল নং ১৪৬, তৌজি নং ১২, জে.এল. নং ১৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৯, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২০৯ এবং ২১০-এ অবস্থিত ১ কাঠা এবং ৫ ছটাক পরিমাপের জমি এবং তার উপর একটি একতলা আবাসিক ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দাগ নং ২০৯ এ জমির পরিমাণ ৪ ছটাক এবং ১০ বর্গফুট এবং দাগ নং ২১০ এ জমির পরিমাণ ১ কাঠা এবং ৩৫ বর্গফুট। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- দাগ নং ২০৭ এবং ২০৮, দক্ষিণে- ৬ ফুট সাধারণ পথ, পূর্বে- স্কিম প্লট নং বি/১ এর জমি, পশ্চিমে- স্কিম প্লট নং সি/১ এর জমি। **(বাস্তবিক দখলাধীন সম্পত্তি)**	**ক) ৭,৪০,০০০.০০ টাকা** **খ) ৭৪,০০০.০০ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মোবাইল: ৯৯০৩৮ ৫৬৬২১ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪** **ঙ) ৭৪,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে টাকা যোগ করে জমা করতে হবে।**
৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, মালতিপুর শাখা** **খ) বন্ধু কৃষি ভান্ডার,** স্বত্বাধিকারী: শওকত মন্ডল গ্রাম- কেন্দুয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ৪৪৫। **শওকত মন্ডল,** পিতা- মৃত মাতব্বর আলী মন্ডল গ্রাম- কেন্দুয়া, পোঃ- চৈতা, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ৪৪৫।	**ক) ২৬,৪৫,৩১০.৪৬ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো দশ টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) **২৩.০২.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ ও খরচ। **খ) ২৭.০২.২০২৬** **গ) ০৭.০৫.২০২৬**	**শওকত মন্ডলের (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) নামীয় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।** উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, থানা- বসিরহাট, চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে মৌজা- জগতপুরে অবস্থিত জে.এল. নং ৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৭৮ এর অধীনে আরএস দাগ এবং এলআর দাগ নং ৩৭৫ (১ ডেসিমেল) এবং ৩৭৬ (৩ ডেসিমেল) এর অন্তর্গত ৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, শওকত মন্ডলের নামে। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: আজিবর মন্ডলের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে: হাবিবর মন্ডলের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে: ৫ ফুট মাটির রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে: খাল দ্বারা। **(গঠনমূলক দখলাধীন সম্পত্তি)**	**ক) ১৬,৫০,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,৬৫,০০০.০০ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ, মালতিপুর শাখা, মোবাইল: ৬২৯০৪ ৬২১৪৮ / ৮৩৩৪৯ ৯৯১০৪** **ঙ) ১,৬৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে টাকা যোগ করে জমা করতে হবে।**

(ক্র. নং ১ এর জন্য)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২১.০৯.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা পর্যন্ত; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১৯.০৯.২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত।

(ক্র. নং ২ এর জন্য)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২২.০৯.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা পর্যন্ত; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২১.০৯.২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত।

(ক্র. নং ৩ এর জন্য)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৩.০৯.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা পর্যন্ত; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২২.০৯.২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত।

(ক্র. নং ৪ এর জন্য)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৪.০৯.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা পর্যন্ত; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৩.০৯.২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত।

(ক্র. নং ৫ এর জন্য)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৫.০৯.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা পর্যন্ত; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৪.০৯.২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত।

-: শর্তাবলী :-
১. সম্পদগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে যা আছে'** এবং **'যাই থাক না কেন'** শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পদ সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক দরদাতার ক্ষেত্রে, দরদাতা/ক্রেতাকে একটি বর্ধিত পরিমাণের সাথে বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারী **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে **'অনলাইন ইলেকট্রনিক মোড'**-এ হবে।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ইএমডি পরিমাণ **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)]** পোর্টালে ই-ওয়ালেটে সরাসরি জমা দিতে হবে অথবা সেখানে চালান তৈরি করে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টের বিবরণে আরটিজিএস/এনইএফটি (RTGS/NEFT)-এর মাধ্যমে **১৯.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ১ এর জন্য), ২১.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ২ এর জন্য), ২২.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ৩ এর জন্য), ২৩.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ৪ এর জন্য) এবং ২৪.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ৫ এর জন্য) বিকাল ৫.০০ টার** মধ্যে ইএমডি জমা দিতে হবে।
৬. পরিষেবা প্রদানকারী **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)]** এর যোগাযোগের বিবরণ, **যোগাযোগ নম্বর: ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেইল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. শাখা আধিকারিকদের সাথে পরামর্শ করার পর **দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে** সম্পদগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে: **১১.০৯.২০২৬ থেকে ১৮.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ১ এর জন্য), ১৪.০৯.২০২৬ থেকে ১৯.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ২ এর জন্য), ১৫.০৯.২০২৬ থেকে ২১.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ৩ এর জন্য), ১৭.০৯.২০২৬ থেকে ২২.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ৪ এর জন্য) এবং ১৭.০৯.২০২৬ থেকে ২৩.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ৫ এর জন্য)।**
৮. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ দরদাতাকে সর্বোচ্চ/সফল ঘোষণার পরপরই বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয়লব্ধ আয় বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। যদি সফল দরদাতা/ক্রেতা উপরে বর্ণিত বিক্রয় মূল্য প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার দ্বারা জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি বকেয়া/কোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদির সমস্ত চার্জ প্রযোজ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
১০. এটি উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের প্রতিও একটি নোটিশ যে উপরে উল্লেখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে, যদি তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়।
১১. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা ই-অকশনের তারিখের আগে আপটুডেট সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লিখিত অর্থ প্রদান করার জন্য অবহিত করা হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বকেয়া ব্যালেন্স, যদি কিছু থাকে, তা আদায়যোগ্য হবে।
১২. ব্যাঙ্কের কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান করার বা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে।
১৩. আরও বিস্তারিত বিবরণ কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** -এ উপলব্ধ।

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
কানাড়া ব্যাঙ্ক

সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ বন্ধেই পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্ভব: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৭ অগাস্ট: সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ, শত্রুতামূলক কার্যকলাপ ও হিংসা সম্পূর্ণ বন্ধ না হলে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্ভব নয় বলে শুক্রবার লোকসভায় জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ এবং তার পরিকাঠামো সম্পূর্ণ নির্মূল করাই ভারতের অটল ও সুস্পষ্ট নীতি।

লোকসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক এগোতে পারে কেবল তখনই, যখন সন্ত্রাসবাদ ও হিংসামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হবে। কিন্তু পাকিস্তান এখনও রাষ্ট্র-সমর্থিত নীতি হিসেবে সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়ে চলেছে এবং তা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।সরকার জানিয়েছে, পুলওয়ামা জঙ্গি হামলার পর ভারত পাকিস্তানের 'মোস্ট ফেভার্ড নেশন' (এমএফএন) মর্যাদা প্রত্যাহার করে এবং পাকিস্তান থেকে আমদানি হওয়া সব পণ্যের উপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। এর জবাবে পাকিস্তানও একতরফাভাবে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সীমিত করে এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য স্থগিত করে।

লিখিত উত্তরে আরও বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পাকিস্তান-সমর্থিত পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর ভারত একাধিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ছিল সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখা, আতারি সীমান্ত চেকপোস্ট বন্ধ করা, ভিসা পরিষেবা স্থগিত করা এবং দুই দেশের কূটনৈতিক মিশনে কর্মরত আধিকারিকদের সংখ্যা কমিয়ে আনা। পাশাপাশি পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে (পিওকে) অবস্থিত জঙ্গি ঘাঁটির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানও চালানো হয়। সরকার জানিয়েছে, বর্তমানে দুই দেশের রাজধানীতে সীমিত পরিসরে কূটনৈতিক মিশন কাজ করছে। তবে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কার্যকরী যোগাযোগ বজায় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠক, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পূর্ব-তথ্য বিনিময়, পারমাণবিক স্থাপনার তালিকা বিনিময় এবং একে অপরের হেফাজতে থাকা মৎস্যজীবী ও বেসামরিক বন্দিদের তথ্য আদান-প্রদান।সরকারের বক্তব্য, সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ ও তার পরিকাঠামো সম্পূর্ণ নির্মূলের বিষয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট এবং দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সরকার পুনর্ব্যক্ত করেছে, সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ পুরোপুরি বন্ধ না হলে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের প্রশ্নই ওঠে না।

জেপিএসসি-জেএসএসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে অনশন অব্যাহত

রাঁচি, ৭ অগস্ট: জেপিএসসি, জেএসএসসি-সিজিএল-সহ একাধিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কথিত অনিয়মের তদন্ত এবং পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে ছাত্র-চাকরিপ্রার্থীদের আমরণ অনশন ও সত্যাগ্রহ শুক্রবার ১৪তম দিনেও অব্যাহত রয়েছে। আন্দোলনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দুই অনশনকারী। তাঁদের মধ্যে এক ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

শুক্রবার অনশনরত ছাত্র রাহুল কুমারের শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হলে তাঁকে দ্রুত রাঁচির সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে অনশনরত ছাত্রনেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতোরও শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তাঁর কথা বলার গতি ধীর হয়ে যাওয়ায় চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। চিকিৎসকের দল দুই অনশনকারীর শারীরিক অবস্থার ওপর নজর রাখছে। দিনভর আন্দোলনস্থলে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানান এবং তাঁদের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন।

আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্র রীতেশ সিং, সুনীতা কুজুর-সহ অন্যান্য চাকরিপ্রার্থীরা জানান, কোনও পরিস্থিতিতেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না। তাঁদের দাবি, জেপিএসসি, জেএসএসসি-সিজিএল-সহ বিতর্কিত সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বাতিল করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পুনরায় পরীক্ষা নিতে হবে।আন্দোলনকারীরা ঘোষণা করেছেন, আগামী ১০ আগস্ট ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্র-যুবকদের নিয়ে রাঁচিতে বিধানসভা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হবে।

অসুস্থ দুই আন্দোলনকারী

ছাত্র রাজেশ কুমারের অভিযোগ, রাজ্য সরকার ছাত্রদের সমস্যার বিষয়ে উদাসীন। কর্মসংস্থান ও স্বচ্ছ নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার এখন যুব সমাজের দাবি উপেক্ষা করছে। তাই নিজেদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন আরও জোরদার করতে বাধ্য হচ্ছেন ছাত্ররা।শুক্রবার আন্দোলনস্থলে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াগরাজে গঙ্গা ও যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি

প্রয়াগরাজ, ৭ অগাস্ট: উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ জেলায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় গঙ্গা ও যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার সকাল ৮টায় জেলা প্রশাসন এই বিষয়ে জানিয়েছে। তবে, এখনও পর্যন্ত জেলার সমস্ত বাঁধ নিরাপদ রয়েছে।

এদিন জানা গিয়েছে, নৈনিতে যমুনা নদীর জলস্তর ৭৫.৫৬ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই এলাকায় ১৯ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ফাফামাউতে গঙ্গা নদীর জলস্তর ৭৮.৮৩ মিটার ছিল, যা গত ২৪ ঘণ্টায় ২৩ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফাফামাউ এলাকায় ৩৮.৮ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

একটানা বৃষ্টি দিল্লিতে, বিপর্যস্ত জনজীবন

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: শুক্রবার সকাল থেকেই বৃষ্টিতে একপ্রকার বিপর্যস্ত দেশের জাতীয় রাজধানী। লাগাতার বর্ষণের জেরে দিল্লির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে এদিন। ব্যস্ত সময়ে বেশ কিছু রাস্তাঘাটে জল জমায় তৈরি হয় যানজট। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দিল্লির বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় এদিন ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সোমবার পর্যন্ত দিল্লিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলতে পারে।

এদিন স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণপুরী, ওখলা, সঙ্গম বিহার, মেহরৌলি-বদরপুর রোডের বিভিন্ন এলাকায় জল জমেছে। আইটিও, ওয়াজিরাবাদ রোড, মেহরৌলি-বদরপুর রোড, রোহতক রোড, শঙ্কর রোড, পটেল রোড, দিল্লি-জয়পুর হাইওয়ে, কীর্তি নগর, পীরাগড়হি, শাহিনবাগ, দিলশাদ গার্ডেন ও জিটিবি এনক্লেভ এলাকায় দীর্ঘ পথ জুড়ে যানজট তৈরি হয়।

দিল্লির একটি স্কুলের অধ্যক্ষ মুং লাল বলেন, এখানে যখনই বৃষ্টি হয়, প্রতিবারই এই এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। নিকাশিগুলো পরিষ্কার করা হয় না। ছাত্রছাত্রীদের এখানে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়। ভারী বৃষ্টির সময় আমাদের মাঠ ও স্কুল প্লাবিত হয়ে যায়।

গভীর খাদে গাড়ি পড়ে একই পরিবারে মৃত পাঁচ

পৌড়ি গাড়োয়াল, ৭ অগাস্ট: উত্তরাখণ্ডের পৌড়ি-দেবপ্রয়াগ সড়কের কুণ্ডাধার এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দ্রুতগতির একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ২৫০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ছ'জনের মধ্যে পাঁচজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। ঘটনার খবর পেয়ে দেবপ্রয়াগ থানার পুলিশ এবং এসডিআরএফের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ কুণ্ডাধারের কাছে গাড়ি খাদে পড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। এরপরই উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে খাদে নেমে উদ্ধার অভিযান চালায়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে প্রায় ২৫০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়।

মৃতদের মধ্যে রয়েছেন আফজল (৪৯), তাঁর স্ত্রী শব্বো (৪০), মেয়ে আন্নাভিয়া (৩), ছেলে শাদাব (১৪) এবং আফজলের ভাই গুফরান (৩৪)। তাঁরা সকলেই হরিদ্বারের লাক্সর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনায় আফজলের ছেলে আরমান গুরুতর আহত হন। পুলিশ ও এসডিআরএফের সদস্যরা তাঁকে খাদ থেকে উদ্ধার করে প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে শ্রীনগরের বেস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

মুম্বইয়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমা হামলার হুমকি: শুক্রবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়, মুম্বইয়ের মেয়রের দপ্তর এবং শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে একটি ইমেল আসে। তারপরেই এদিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। পুলিশ, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং দমকল বাহিনীর কর্মীরা ইমেলে উল্লেখিত সব জায়গায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায়উ তবে কোথাও কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা বিস্ফোরক মেলেনি। এই ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। এদিন মুম্বই পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মেয়রের সরকারি ইমেল আইডিতে এই হুমকি ইমেল পাঠানো হয়। ই-মেলে মেয়রের সরকারি গাড়ি ও কার্যালয়ের কেবিন, মুম্বই মেট্রো, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়।

ইয়েমেনের সরকারি সামরিক ঘাঁটিতে হুথি হানা

সানা (ইয়েমেন), ৭ অগস্ট: ইয়েমেনের সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছে হুথি গোষ্ঠী। বৃহস্পতিবারের এই ভয়াবহ হামলায় অন্তত ৩০ থেকে ৪৫ জন সেনা নিহত হয়েছেন। হুথি বিদ্রোহীরা মারিব ও হাদরামৌত প্রদেশে সরকারি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। এই হামলায় আহত সেনার সংখ্যা ৫০-এরও বেশি বলে জানা গেছে। তবে হুথিরা সরকারি সেনাদের হতাহতের সংখ্যা শতাধিক বলে দাবি করেছে।

ইয়েমেনের বার্তা সংস্থা 'সাবা'-র এক্স হ্যান্ডেল এবং আল জাজিরার ওয়েবসাইটের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি কর্মকর্তারা নিহত সেনার সংখ্যা ৪৫-এরও বেশি বলে জানাচ্ছেন। এপ্রিল ২০২২-এর যুদ্ধবিরতির পর ইয়েমেনে এটিকে সবচেয়ে বড় সামরিক সংঘর্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহী ও সরকারি সেনাবাহিনীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ চলছে। গত কয়েক বছরে হুথি বিদ্রোহীদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা হচ্ছে, হুথি বিদ্রোহীরা সরকারি সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে পরপর আটটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। এতে সামরিক শিবিরগুলোতে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, হুথির হামলায় ৩০ জন সেনা নিহত হয়েছেন। পরে জানানো হয় যে নিহত সেনার সংখ্যা প্রায় ৩৮। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হুথি আনুষ্ঠানিকভাবে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, হুথির হামলায় আহত ৫০-এরও বেশি সেনাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অনেক আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। হুথির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারির দাবি, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুর আনুমানিক দুটোর সময় এই হামলা হয়। এতে শতাধিক সরকারি সেনা নিহত হয়েছেন। তাদের হামলায় ইয়েমেনের সরকারি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি, অস্ত্রভাণ্ডার এবং যানবাহনেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ইয়েমেনের সরকারি সেনাবাহিনী এই হামলার কথা নিশ্চিত করেছে। সরকারি সামরিক সূত্রের খবর অনুযায়ী, হুথি বিদ্রোহীরা মারিবের উত্তরে অবস্থিত আল-জৌফ প্রদেশ থেকে আটটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

ময়দান

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অত্যাধুনিক স্পোর্টস সায়েন্স প্রযুক্তি
বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় বদলাচ্ছে বাংলার ক্রিকেট, নতুন পথে সিএবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ক্রিকেটকে আরও আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে বড় উদ্যোগ নিল সিএবি। সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ক্রিকেটারদের ফিটনেস, পারফরম্যান্স ও চোট সামলানোর পরিকাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের স্বচ্ছ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিজ্ঞ স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ এবং ফিজিওথেরাপিস্টদের নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্যাটাপাল্ট ওয়ার্কলোড মনিটরিং সিস্টেম, স্মার্টস্পিড টাইমিং গেটস, ফোর্সডেকস ফোর্স প্লেট, ডায়নামোমিটার, ভেলোসিটি-বেসড ট্রেনিং (ভিবিটি) সিস্টেম এবং এক্সার-জিনি স্পিড ট্রেনারের মতো অত্যাধুনিক স্পোর্টস সায়েন্স প্রযুক্তি যুক্ত হচ্ছে। এই সরঞ্জামের সাহায্যে ক্রিকেটারদের গতি, শক্তি, ভারসাম্য, ওয়ার্কলোড এবং চোট-পরবর্তী পুনর্বাসন আরও বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে ফাস্ট বোলারদের চোটের ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি পারফরম্যান্স উন্নত করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। সিএবির আশা, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বাংলার ক্রিকেটাররা ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের চ্যালেঞ্জের জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারবেন।

দেড় বছরেও মেলেনি পদকের পুরস্কার, বঞ্চনার অভিযোগে ক্ষুব্ধ ক্রীড়াবিদরা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় গেমসে রাজ্যের হয়ে পদক জেতা যে কোনও ক্রীড়াবিদের কাছে গর্বের মুহূর্ত। দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ এবং নিষ্ঠার স্বীকৃতি হিসেবে এই সাফল্য আসে। কিন্তু সেই স্বীকৃতির সঙ্গে প্রতিশ্রুত আর্থিক পুরস্কার যদি দীর্ঘদিন ধরে অধরাই থেকে যায়, তাহলে হতাশা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। এমনই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন ২০২৫ সালের জাতীয় গেমসে পদকজয়ী বাংলার ক্রীড়াবিদরা। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার দেড় বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও রাজ্য সরকারের ঘোষিত আর্থিক পুরস্কার এখনও তাঁদের হাতে পৌঁছয়নি।

২০২৫ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরাখণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় গেমসের ৩৮তম আসর। সেই প্রতিযোগিতায় বাংলা দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করে মোট ৪৭টি পদক জিতে পদক তালিকায় অষ্টম স্থানে শেষ করে। বাংলার ঝুলিতে এসেছিল ১৬টি সোনা, ১৩টি রুপো এবং ১৮টি ব্রোঞ্জ পদক। একাধিক খেলায় বাংলার প্রতিনিধিরা অসাধারণ পারফরম্যান্স করেন। জিমন্যাস্ট প্রণতি দাস, অ্যাথলিট মৌমিতা মণ্ডল, টেবিল টেনিস খেলোয়াড় অনিকেত সেন চৌধুরী এবং সাঁতারু সৌবৃতি মণ্ডলের মতো ক্রীড়াবিদরা একাধিক পদক জিতে রাজ্যের সম্মান বৃদ্ধি করেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ কেপিএ/ইজি/ ওটি-০১/২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৭.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪-পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য খ্যাতনামা, প্রতিষ্ঠিত ও অভিজ্ঞ এবং পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ কেপিএ/ইজি/ ওটি-০১/২৬-২৭। কাজের নামঃ** ডেপুটি সিইই/জি/কাঁচরাপাড়া-এর অধিক্ষেত্রে পুরানো ও নতুন ফিল্টার হাউসের সংস্কারসহ ইলেক্ট্রিক্যাল (জি) কাজের জন্য বিভিন্ন ভালভ্ ও মিডিয়া বদল। **টেন্ডার নিরূপিত ব্যয় ঃ** ২১,৬২,৯৪১.৩৮ টাকা (জিএসটি ও অন্যান্য সকল কর/চার্জ সমেত)। **বায়নামূল্য ঃ** ৪৩,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৮.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টায়। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। বিস্তারিত টেন্ডার ও নথি সহ অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে ও সেখানে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইট **১৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টার** মধ্যে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব জমা পড়লে তা গ্রাহ্য হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (MISC-132/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-04 of 2026-2027 Dated 06.08.2026
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced eligible Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

BASULDANGA GRAM PANCHAYAT
DIAMOND HARBOUR-I BLOCK
DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS
On behalf of Basuldanga Gram Panchayat of Diamond Harbour I block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide NIT No 350/BGP TIED 8 Nos Scheme under 15th CFC of Basuldanga Gram Panchayat Dated **07/08/2026**
Details are available in the website wb tenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Basuldanga Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/২৯ তারিখঃ ০৬.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, পঞ্চম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত ক্লাস্টার-III-এর স্টেশনগুলির [বেলানগর স্টেশন থেকে খানা স্টেশন (কামারকুন্ডু, তারকেশ্বর - পিএফ ব্যতীত) এবং বর্ধমান স্টেশন থেকে শ্রীপত শ্রীখণ্ড স্টেশন পর্যন্ত] আউট অফ হোম (স্টেশন চত্বরের বাইরে) বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শনের জন্য চুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **ক্যাটালগ নং.ঃ** পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৬-২৯; **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ১২ টায়। **এসইকিউ নং.ঃ** এএ/১; **লট নং.ঃ** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-ওএইচ-৩-২৬-১(অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); **বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিশনের ক্লাস্টার - III [বেলানগর স্টেশন থেকে খানা স্টেশন (কামারকুন্ডু, তারকেশ্বর - পিএফ ব্যতীত) এবং বর্ধমান স্টেশন থেকে শ্রীপত শ্রীখণ্ড স্টেশন পর্যন্ত]-এর অন্তর্গত স্টেশনগুলির আউট অফ হোম (স্টেশন চত্বরের বাইরে) স্থানে তিন (০৩) বছর মেয়াদে বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শনের জন্য চুক্তি প্রদান। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউল পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
HWH-255/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Assistant Engineer, Kolkata South Sub Division-III, Housing Directorate, is Inviting Sealed Tender for the works on and behalf of Governor of West Bengal, Ref: **e-NIT-08 OF 2026-27 of A.E./KSSD.-III & Tender ID-** 2026_HSD_1036579_1, **Bid submission start date 07.08.2026 after 2.00 pm.** For Details please contact the Office of The Assistant Engineer Kolkata South Sub Division-III, Housing Directorate. 21, Baburam Ghosh Road, Kolkata 700040, in any working day. Sd/- A.E/K.S.S.D-III, H.D.
ICA- T14565(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for "3rd Call for Supply & Maintenance of Different Types of Tyre (for 2 Wheelers) for the use of Kolkata Police." The last date for submission of the e-tender is **17/08/2026 up to 12:00. hours.** The NIT Document and other details will be available in the website: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T14587(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/RGKARESD/P.W.Dte. invites online e-tender for the work "Urgent replacement with repairing of stolen Copper pipe of Air conditioning system at Academy Building under RG Kar MCH Electrical Sub-Division, P.W.Dte." e-N.I.Q No.: 46/Q of 26-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5017992_1. Bid Submission Start: 07/08/2026. Bid Submission Closing: 21/08/2026 upto 4:00 P.M. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., R.G.Kar Electrical Sub-Division
ICA- T14588(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Lok Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-15/2026-27 with Tender ID-2026_WBPWD_5017997_1 for "Replacement of old wiring with additional electrical points and associated EI works at Gymnasium room and chamber of Deputy Secretary GHS under Kolkata Lok Bhavan." Last date of bid submission is 18.08.2026 upto 3.00 p.m. Other details may be seen at Website: http://www.tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Lok Bhavan Electrical Sub Division
ICA- T14589(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Lok Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-16/2026-27 with TenderID-2026_WBPWD_5018018_1 for "Replacement of old wiring with additional electrical points and associated EI works at C.IS.F Barracks at east side of Main Building compound under Lok Bhavan Kolkata."Last date of bid submission is 18.08.2026 upto 5.00 p.m. Other details may be seen at Website :http://www.tenders.wb.gov.in
ICA- T14590(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIQ No. 12 of 2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5018000_1. Bid submission start date 10.08.2026. Bid submission end date 17.08.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T14591(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Kolkata North Sub-Division-I, P.W.D., invites online e-tender for the work. NIeT No: WBPWD/AE/KNSD-I/NIeT-10/26-27, **SL-01** "Restoration for cutting of black top at Chainage 4.85 Kmp to Tarun Sengupta Sarani for laying of 800 mm dia NP3 pipe by KMDA for dispose of strom water of Promodnagar KMDA, FSTP during the financial Year 2026-27." Estimated Amount Rs. 2,07,498.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5017991_1. Bid Submission upload start date: 11.08.2026 from 11.00 Hours. Bid Submission upload end date : 18.08.2026 up to 11.00 Hours. The details of NIeT and Tender document may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/-AE/KNSD-1/PWD/GOVT OF WB.
ICA- T14594(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/RGKARESD/P.W.Dte. invites online e-tender for the work "Urgent Replacement of the Main Incoming Cable of the Gynae building DG Panel under R.G.Kar M.C&H " e-N.I.Q No.: 47/Q of 26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5018033_1. Bid Submission Start: 07/08/2026. Bid Submission Closing: 21/08/2026 upto 4:00 PM. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from https://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte. R.G.Kar Electrical Sub-Division.
ICA- T14565(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Re-e-Tender Notice
Re-e-Tender (2nd Call) is invited by the Commissioner of Police, Kolkata for ''Supply of different types of SD Memory Card for use of Scientific Wing, DD. Last date of submission of the re-e-tender is on 17.08.2026 up to 15:00 hours. Details will be available in the website: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T14586(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpur Sub-Division-II, Govt. of W.B. vide NOTICE INVITING TENDER - WBPWD/AE/BKPSD-II/e-NIT-13/2026-27. The work Emergency Replacement and Shifting of Water Tank for Load release and Damaged ones and other allied S&P Works at Various Buildings of Dr. BN Bose SD Hospital, Barrackpore, North 24-Parganas under Barrackpore Sub-Division II, PWD, during the year 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5018017_1. Intending tenderers are requested to visit the website http://wbpwd.gov.in Sd/-Assistant Engineer, PWD Barrackpur Sub-Division-II.
ICA- T14605(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work "Annual Comprehensive maintenance with material & Servicing of 75KVA and 50KVA Diesel generator Sets (Make-Kirloskar) with AMF panels including Yearly B & C Check at the Panihati State General Hospital Hospital." e-NIQ No. :- WBPWD/EE/KNHED/NIQ-23/2026-27. Tender Id :2026_WBPWD_5016848_1. Submission Closing Date extended from 05/08/2026 to 17/08/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/-S.Chakraborty/EE/KNHED/PW Dte.
ICA- T14613(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIT 52/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5018061_1: Name of Work : Renovation Electrical Installation Work of Hon'ble MIC Chamber of Tourism Department at 3rd Floor of New Secretariat Building.. Bid Submission End Date: 21/08/2026 up to 1-00 p.m.; Website:-https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub - Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T14626(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tenderis invited by the undersigned for the work "Triennial Maintenance of Electrical Installation of Moulali Yuba Kendra---- Maintenance Contract of Room AC machines." Tender ID-2026_WBPWD_5018060_1, Tender No: WBPWD/EE/33/IR/T/KCED/II of 2026-27 . Bid Submission end date 19.08.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T14628(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
AE/NKHSD-III/NIeT-06/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5018014_1 & 2. Online tenders (e-Tender) are here by invited by the undersigned for different works vide NIeT number mentioned above. Online bid submission will be start on 12/08/2026 & closing date and time is 19/08/2026 upto 02.00 PM. For detail information and tender documents please visit https://wbtenders.gov.in. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, PWD, North Kolkata Health Sub-Division-III, 3rd floor, 33A Eden Hospital Road, Kolkata-700073.
ICA- T14611(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum-01 of e-NIT No.: 02/SE(Cons.)/E&AM/KMDA of 2026-27
Tender ID: 2026_KMDA_1034599_1
With reference to above NIT the following change has been made. Please read the e-NIT No. 03/SE(Cons.)/E&AM/KMDA of 2026-27 in place of 02/SE(Cons.)/E&AM/KMDA of 2026-27, for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-361)
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14539(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/KNESD-II/eNIT02/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5017962_1
Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWDte., Kolkata North Electrical Sub Division-II, P-5, CIT Road, 2nd Floor, Moulali, Kolkata-14, from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Urgent Repairing and leak testing of condenser coil including replacing of catch-all drier, 60 TR, 30 TR expansion valve of 90 TR X3 chiller plants and Repairing DX Type ac machines in QC Lab and BSL-II Lab at GMP Building of IAHVB. Bid submission start: 06.08.26 at 03.00 P.M. Bid Submission end: 12.08.26 at 03.00 P.M. Bid opening Date: 14.08.26 after 03.05 P.M. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Corrigendum, if any, will be published in Website only. Sd/- S. Das, Assistant Engineer, PWDte., Kolkata North Electrical Sub-Division-II
ICA- T14596(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD CORRIGENDUM NOTICE
Corrigendum for e-NIT No WBPWD/ EEKED/eNIT-22/26-27 for the work of "Modification of the existing 06 (Six) passengers 08 (Eight) stop MRL Lift installed at Bowbazar Police Station cum Barrack under Lalbazar Electrical Section-I, PWD.-----SITC of 08 passenger MRL Lift. Tender Id: 2026_WBPWD_5017145_1. Bid submission end date is extended upto 19.08.2026, 01:00 P.M. Details of Tender documents incl. Corrigendum, if any will be available at website: **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- The Executive Engineer, P.W.Dte., Kolkata Electrical Division.
ICA- T14654(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-QUOTATION NOTICE
e-Quotation is invited by the Assistant Engineer, H.Q., Burdwan Divn., P.H.E. Dte. on Behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/AE/HQ/eNIQ-01/2026-2027 and ID : 2026_PHED_ 1036396_1. AMC for software upgradation & other software related issues in existing computers, printers, UPS etc. for different Lab. under Burdwan Divn., P.H.E. Dte. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** The last date for submission of Quotation is 21.08.2026 upto 14:00 Hours. Sd/- For Assistant Engineer, H.Q., Burdwan Divn., P.H.E. Dte.
ICA- T14603(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT No.: 15/ WB of 2026–27 of The Assistant Engineer, Writers' Buildins Sub-Division, PWD. For 1. Maintenance works (R&B) at Main Block within the compound of Writers' Buildings during the year 2026-27 (For one year) 2. Maintenance works (R&B) at Block-II,III,IV,G and CGA Building within the Writers' Buildings during the year 2026-27 (For one year) 3. Maintenance works (R&B) at Block-C,D,V and Block-I within the Compound of Writers' Buildings during the year 2026-27 (For one year) 4. Maintenance works (R&B) at Mitra Building and Standard Building during the year 2026-27 (For one year). 5. Scraping and painting works at Room no 16-18 of Main Block, second floor along with East and Central stair case within the compound of Writers' Buildings during the year 2026-2027 are invited from bonafide bidders. Bid submission closing date (online) will be on 18.08.2026 at 16.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5017987_1/2/3/4/5 Other details may be seen from the web site: http://tenders.wb.gov.in & http://wbpwd.in. Sd/-Assistant Engineer, PWD Writers' Buildings Sub-Division,.
ICA- T14610(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

স্মরণে বিপ্লবী রত্না ভট্টাচার্য

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

গত ৩ আগস্ট নদীয়ার কৃষ্ণনগরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে প্রখ্যাত অস্থি-শল্য চিকিৎসক ডা দিগন্ত মণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় 'ইওর ফ্রেন্ড'-এর উদ্যোগে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল 'নোয়িং নেতাজি' (Knowing Netaji)। রবীন্দ্রভবনের মঞ্চে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতাজিগবেষক চন্দ্রচূড় ঘোষ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক অনুজ ধর যখন একেরপর এক তথ্য আর যুক্তি দিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিচ্ছেন, তখন মনের বাতায়নে বারেবারে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিলেন এক নারী। নেতাজির ভাইপো শিশিরকুমার বসুর অত্যন্ত স্নেহধন্যা এই নারী আজীবন বিশ্বাস করেন নি যে, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। আদ্যন্ত নেতাজিপ্রেমী এই নারী হলেন কৃষ্ণনাগরিক রত্না ভট্টাচার্য - একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি ছিলেন নদীয়ার প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিদাস ভট্টাচার্যের পুত্রবধূ, নামকরা স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্যের ভ্রাতৃবধূ, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী নির্মলা ভট্টাচার্য (প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্যের স্ত্রী)-এর জা এবং বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী অসীমকুমার মজুমদারের শ্যালিকা। নদীয়ার আরেকজন স্বনামধন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও স্নেহধন্যা ছিলেন তিনি।

'কি রে খুকু, কোথায় যাচ্ছিস? স্কুলে?' - প্রতিবেশী কাকীমার প্রশ্নে সামান্য হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন সাত-আট বছরের ছোট্ট খুকু। কিন্তু, তিনি তখন সত্যিই স্কুলে যাচ্ছেন না। তিনি চলেছেন তাঁর খুব প্রিয় শিশিরকাকার (শিশিরকুমার বসু) বলে দেওয়া একটি বাড়িতে। সেখানে কয়েকজন কাকা লুকিয়ে আছেন। তাঁদেরকে চুপিচুপি শিশিরকাকার দেওয়া একটা চিঠি দিয়ে আসতে হবে যে। কিন্তু, এই কাকাদের কথা কাউকে বলা যাবে না। কেননা, পুলিশ যদি জেনে যায়, তবে কাকাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ভীষণ মারবে। কাকাদের খুব লাগবে। এই কাকারা খুব ভালো। তাঁরা দুষ্টু ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছেন। খুকুর মাথায় এখন মস্ত এক কাজের বোঝা। তাই, স্কুলে যাওয়ার নাম করে তিনি চলেছেন শিশিরকাকার দেওয়া চিঠি চুপিচুপি লুকিয়ে থাকা কাকাদের হাতে দিতে। তাঁর বইয়ের ফাঁকে সেই চিঠি ঢুকিয়ে দিয়েছেন শিশিরকাকা নিজেই। তিনি খুকুকে বুঝিয়ে বলে দিয়েছেন যে, দেশের কাজে মিথ্যা কথা বলা পাপ নয়। সেজন্যই, হাতে বইখাতা নিয়ে খুকু প্রতিবেশী কাকীমাকে এতোটুকু না ঘাবড়ে নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন যে, তিনি স্কুলে যাচ্ছেন।

খানিক দূর এগিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে এসে থামলেন খুকু। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। কেউ দেখছে কিনা দেখে নিলেন। তারপর দরজায় টোকা দিলেন। দরজা খুলে যেতেই তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন ঘরে। কাকাদের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে নীচু কিন্তু দৃঢ় গলায় বলে উঠলেন 'বন্দেমাতরম'। তাঁর শিশিরকাকা এইভাবে বলতে শিখিয়ে দিয়েছেন যে। আর জোরে বললে কেউ শুনে ফেলতে পারে। তাই, আস্তে বলা। প্রত্যুত্তরে কাকারাও ঠিক একইরকমভাবে বললেন 'বন্দেমাতরম'। এরপর বইয়ের ভেতর থেকে বের করে দিলেন গোপন চিঠি। চিঠি পড়েই একজন কাকা চটজলদি আরেকটি চিঠি লিখে আবার খুকুর বইয়ের ভেতর রেখে দিয়ে শিশিরকুমার বসুকে দিতে বললেন। এবার খুকুর ফেরার পালা। আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে নীচু কিন্তু দৃঢ় গলায় বলে উঠলেন 'বন্দেমাতরম'। কাকারাও একইরকমভাবে বললেন 'বন্দেমাতরম'। বাড়ি থেকে বেরিয়েই চারপাশটা আবার একবার দেখে নিয়ে হাঁটা শুরু করলেন তিনি। এবারের গন্তব্য শিশিরকাকার বাড়ি। অতি সন্তর্পণে সেখানে পৌঁছে কাকাদের দেওয়া চিঠি তাঁর হাতে দিয়ে খুকুর ছুটি। এইরকমভাবে বেশ কয়েকবার শিশিরকুমার বসুর নির্দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে গোপন চিঠি পৌঁছে দিয়ে সাথে করে চিঠির উত্তর নিয়ে এসেছেন সাত-আট বছরের ছোট্ট খুকু ওরফে রত্না ভট্টাচার্য।

রত্না সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন নি। হাতে তুলে নেন নি বোমা, বন্দুক। অবশ্য তখন সেই বয়সও তাঁর হয় নি। কিন্তু, ওইটুকু বয়সে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাকে কোনওভাবেই ছোট করে দেখা সম্ভব নয়। আজও ভাবতে অবাক লাগে যে, ওই একরত্তি মেয়ের মধ্যে শিশির কি এমন দেখেছিলেন যে, বেছে বেছে তাঁর কাঁধেই চাপিয়ে দিয়েছিলেন গোপন চিঠি আদানপ্রদানের গুরুদায়িত্ব ? তবে কি শিশির তখনই রত্নার চোখে দেখতে পেয়েছিলেন দেশপ্রেমের প্রদীপ্ত শিখা ? বিপ্লবের জ্বলন্ত আগুন ? রত্নার এক দূর সম্পর্কের মাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইংরেজের অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হন। স্বদেশী করার অপরাধে তাঁর একটি স্তন কেটে নেয় ব্রিটিশ সরকার। তিনি রত্নাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর কাছেই বোধহয় ছোট রত্না দেশপ্রেমের প্রাথমিক পাঠ লাভ করেন, বিপ্লবের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরবর্তীতে পরিণত বয়সে রান্নাঘর থেকে প্রায়শই হাতা-খুন্তির টুংটাং শব্দের সাথে ভেসে আসতো তাঁর কণ্ঠের গুনগুন -

কখনও 'কদম কদম বাড়ায়ে যা', আবার কখনও 'কারার ওই লৌহকপাট' কিংবা 'মুক্ত করো ভয়, আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়'। প্রতিবছর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন বিনম্র চিত্তে এসে দাঁড়াতেন ফুলের মালায় সাজানো তাঁর শ্বশুর মহাশয় বিপ্লবী হরিদাস ভট্টাচার্যের ছবির সামনে। মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে আবেগভরা গলায় বলে উঠতেন 'বন্দেমাতরম'।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ কোনও দিনও মেনে নিতে পারেন নি তিনি। ছোটবেলায় নিজের চোখে দেখেছেন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা যা আজীবন তাঁর মনে দগদগে ঘা হয়ে থেকে গেছে। তাঁর বাবার খুব কাছের বন্ধু ছিলেন ভবানীপুরের বাসিন্দা রমজান। রত্নাকে খুব ভালবাসতেন তিনি। যখনই আসতেন, রত্নার জন্য কিছু না কিছু আনতেনই। ঈদের সময় আসতো ভালো-মন্দ খাবার। পাড়ার দুর্গাপুজোতেও রমজান সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। এরপর শুরু হলো বীভৎস দাঙ্গা। রত্নাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকলেন তিনি। কিন্তু, খবর চাপা থাকলো না। দাঙ্গাবাজরা টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে গেলো তাঁকে। তিনি করুণ চোখে একবার রত্নার দিকে চাইলেন। কাঁদতে কাঁদতে রত্না ছুটে গিয়ে একজনের পা জড়িয়ে ধরে তাঁর রমজান চাচাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু, সেই জল্লাদ দাঙ্গাবাজের পায়ের এক ঠেলায় ছোট্ট রত্না ছিটকে পড়লেন বারান্দার এক কোণে। জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান ফেরার পর খুব কেঁদেছিলেন। পরেরদিন শুনলেন, 'রমজান চাচাকে ওরা....।' এই বাক্য কোনও দিনই তিনি সম্পূর্ণ বলতে পারেন নি। পরিণত বয়সেও না। এক দলা কান্না উঠে এসে তাঁকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে। চোখ ভরে গেছে জলে। দাঙ্গার সময় অসহায় চোখে তিনি দেখেছেন স্কুলের সহপাঠী আমিনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দাঙ্গাবাজরা।

কলকাতার ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সুরেন্দ্রনাথ রায় ও ইন্দুপ্রভা দেবীর পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে রত্না মেজ। ছোট থেকেই তিনি প্রতিবাদী। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা সকলের নজর কাড়তো। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতেন না। ছোটবেলা থেকেই তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগী ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শিখেছেন নাচ-গান। গল্পের বই ছিল তাঁর প্রাণভোমরা। বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোনোর আগেই তিনি পড়ে ফেলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমস্ত সৃষ্টি। তাঁর প্রিয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নাটক দেখতে খুব ভালবাসতেন রত্না। উচ্চপদস্থ রেলকর্মী জগবন্ধু ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। বিয়ের পর স্বামীর কর্মক্ষেত্র বিহারের কাটিহারে চলে যান । সেখান থেকে সুযোগ পেলেই সংস্কৃতিপ্রেমী স্বামীর সঙ্গে চলে আসতেন কলকাতায় নাটক দেখতে। দুর্গাপুজোয় নতুন শাড়ি না হলেও কোনও আক্ষেপ থাকতো না তাঁর। কিন্তু, বেশ কয়েকখানা শারদীয়া পত্রিকা হাতে না এলে তাঁর চলতো না। ফুলিয়া থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত) সম্পাদিত 'অন্যমন' পত্রিকার একজন গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন তিনি।

রত্না ছিলেন মিশুকে, সদালাপী ও পরোপকারী। পাঁচ ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে গিয়ে হাতছাড়া করেছেন চাকরির সুযোগ। তবে, সমাজসেবায় বরাবরই এগিয়ে এসেছেন তিনি। নিঃস্ব, রিক্ত, দুস্থকে সহায়তা করতে কখনওই পিছপা হন নি। তাঁর দুয়ারে হাত পেতে দাঁড়ালে কাউকে খালিহাতে ফিরতে হতো না। প্রয়োজনে গায়ের সোনার গয়নাও খুলে দিয়েছেন। ২০২৩ সালে অশীতিপর রত্না 'আমরা আন্তরিক' নামক এক অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে পৌঁছে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের কোলঘেঁষা মহিষন্যাংড়া দুর্লভপাড়া গ্রামে। সেখানে দরিদ্র শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছেন কিছু পুষ্টিকর খাবার। অসহায় মানুষের পাশে থাকার জন্য এই সংগঠনের কর্ণধার শ্রীমতী শোভনা দাসকে খুব ভালবাসতেন তিনি।

নদীয়ার জীবনরেখা জলঙ্গি নদীর মরণাপন্ন অবস্থা দেখে তাঁর দুখের অন্ত ছিল না। তিনি নদী বাঁচাতে 'সেভ জলঙ্গি'র আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করতেন। দূষণের হাত থেকে নদীকে রক্ষা করতে নিজের বাড়িতে পূজিতা মহাকালীর মৃন্ময়ী প্রতিমাকে তিনি পরিবেশবান্ধবভাবে জলঙ্গিবক্ষে নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গত বছর আর জি কর কাণ্ডেও গর্জে উঠেছিলেন তিনি। গত বছর ১৪ আগস্ট বিভিন্ন জায়গায় মেয়েরা রাত দখল করেন। কৃষ্ণনগরেও পোস্ট অফিস মোড়ে মেয়েরা রাত দখল করেন। এদিন নিজের বাড়ির বারান্দায় বসে থেকে রাত দখল করেন পঁচাশি উর্ধ্ব তরুণী রত্না। এর কয়েকদিন পরে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড় থেকে একটি মোমবাতি মিছিলের আয়োজন করা হয়। সেদিনও নিজের বাড়ির সদর দরজায় মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে থেকেছেন তিনি। সামিল হয়েছেন প্রতিবাদে।

গতবছর দুর্গাপুজোয় মহাষ্টমী তিথিতে রত্না কন্যাসমা অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তীর আন্তরিক আহ্বানে কৃষ্ণনগরের শঙ্কর মিশনে গিয়েছিলেন। দেবযানীর হাত ধরে প্রতিমা দর্শন করেছেন। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন। এর মাত্র কয়েকদিন পরেই গত ২০ অক্টোবর রাতে তিনি চিরবিদায় নিলেন। 'সে চলে গেল, বলে গেল না - সে কোথায় গেল ফিরে এল না। / সে যেতে যেতে চেয়ে গেল কী যেন গেয়ে গেল -'। সম্প্রীতির শক্ত হাত দিয়ে তিনি ভেঙে ফেলেছিলেন সাম্প্রদায়িকতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তাই, তাঁকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হয়েছিলেন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সকলেই। ছুটে এসেছিলেন দেবযানী, শোভনা। অবিশ্বর রত্নার নশ্বর দেহ ফুলে ফুলে ঢেকে গিয়েছিল। মনে হলো, 'ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে সঙ্গে তারি চলে গেল।' তখন 'হৃদয় আমার আকুল হল, নয়ন আমার মুদে এল রে -'। ভেবে পেলাম না 'কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে।।'

এবছর গত ২৩ আগস্ট বিখ্যাত নাট্যদল 'কৃষ্ণনগর সিঞ্চন' -এর সম্মাননাধারায় সিঞ্চিত হলেন বিপ্লবী রত্না ভট্টাচার্য। এদিন কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনের মঞ্চে সম্মানের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করলেন সঞ্চালক, বিশিষ্ট নাট্যকর্মী মাননীয় শ্রী অভিজিৎ প্রামাণিক মহাশয়। বিপ্লবী হরিদাস ভট্টাচার্য, বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য, বিপ্লবী নির্মলা ভট্টাচার্য এবং বিপ্লবী রত্না ভট্টাচার্যের উত্তরসূরী হিসেবে রত্নাপুত্র এই অধম নিবন্ধকারের হাতে 'স্বাধীনতা সেনানী সম্মান' তুলে দিলেন এই নাট্যদলের সম্পাদক মাননীয় শ্রী সৌমেন বিশ্বাস মহাশয়। অবুঝ মন আজও মানতে চায় না তিনি নেই। গত ১৫ আগস্ট ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পেরিয়ে এসে মাতৃদেবী বিপ্লবী রত্না ভট্টাচার্যের পাদপদ্মে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে তাঁর উদ্দেশ্যে বলি - 'নয়ন ছেড়ে গেলে চলে, এলে সকল-মাঝে- / তোমায় আমি হারাই যদি তুমি হারাও না যে।'

১৭৬ বছরের ইতিহাসে প্রথম মহিলা

জিএসআই প্রধান বর্ষা অশোক আগলাওয়ে

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

কলকাতার জওহরলাল নেহরু রোডের শতাব্দী প্রাচীন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'র বাড়িটির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে ইতিহাস। ১৮৩৬ সালে লর্ড অকল্যান্ডের আমলে তৈরি হওয়া এক 'কয়লা কমিটি'র হাত ধরেই ১৮৫১ সালের ৪ মার্চ যাত্রা শুরু হয়েছিল জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা জি এস আই নামের এই সংস্থাটির। মূল লক্ষ্য ছিল একটাই; ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেলগাড়ি চালানোর জন্য ভারতের বুক থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে ভালো মানের কয়লা খুঁজে বের করা। আয়ারল্যান্ডের বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী ডঃ থমাস ওল্ডহ্যাম কলকাতায় এসে প্রথম 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট' হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল এই সংস্থাটির। তিনি আসার সময়ে ওল্ডহ্যাম থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন বেশ কিছু গবেষক ও কর্মীকে। ভারতের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদকে নিখুঁতভাবে জরিপ করে সেগুলোকে ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের কাজে লাগানো এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করাই ছিল এদের মূল কাজ। এই কাজ করতে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের মানচিত্র জুড়ে 'গোন্ডোয়ানা সিরিজ'-এর মতো যুগান্তকারী সব ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলিও করে ফেলেছিলেন তাঁরা। ক্রমেই জিএসআই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বদলে যায় জিএসআই-এর কাজের পরিধি। কয়লা খোঁজার গণ্ডি পেরিয়ে এটি হয়ে ওঠে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু সেই ব্রিটিশদের সময় থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের আধুনিক কাল পর্যন্ত নীতি-নির্ধারকের চেয়ারে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল পুরুষদেরই। এই প্রথম সেই আধিপত্যের ইতিহাস ভেঙে দেশের প্রধান ভূ-বৈজ্ঞানিক সংস্থা 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'র মহাপরিচালক (ডিরেক্টর জেনারেল) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এক চিত্রাঙ্গদা। তার নাম বর্ষা অশোক আগলাওয়ে।

বর্ষা অশোক আগলাওয়ের এই পদোন্নতি আসলে এ এক দীর্ঘ লড়াই আর মেধার রূপকথা। বিজ্ঞানের জগতে বর্ষা অশোক আগলাওয়ের নাম অবশ্য নতুন নয়। তিনি একজন খ্যাতনামা জীবাশ্মবিদ বা প্যালিওন্টোলজিস্ট। মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা প্রাচীন পৃথিবীর রহস্য উদ্ধার করাই তার নেশা। মধ্য ভারতের সালবার্দি,ঘোরপেন্ড অঞ্চলের রুক্ষ পাথুরে জমিতে যখন তিনি রোদে পুড়ে ঘুরে বেড়িয়ে ডাইনোসরদের ডিম পাড়ার বা বাসা বাঁধার স্থান গুলো খুঁজে বেড়াতেন

তখন কেউই ভাবেননি এই মহিলাই একদিন দেশের খনিজ ভাগ্যের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা হবেন।

আমেরিকার বিখ্যাত 'ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান মিউজিয়াম অফ প্যালিওন্টোলজি'-র গবেষকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা বর্ষা দেবী ১৯৯২ সালে জিএসআই-তে যোগ দেন। লখনউতে পরাগরেণু ও রেণু বিষয়ক গবেষণার জন্য তৈরি করেছেন অত্যাধুনিক 'পলিনোলজি ল্যাবরেটরি'। যোগ্যতার প্রতিটি সিঁড়ি পেরিয়ে, কলকাতার পূর্বাঞ্চলীয় শাখার অতিরিক্ত মহাপরিচালকের পদ সামলে, আজ তিনি গোটা সংস্থার শিখরে। এক সময় মনে করা হতো ভূ-বিজ্ঞান বা ফিল্ড ওয়ার্ক কেবল পুরুষদের কাজ। বর্ষা আগলাওয়ে প্রমাণ করলেন, মেধা আর জেদ থাকলে লিঙ্গ কোনো বাধা হতে পারে না।

বর্ষা আগলাওয়ের জন্ম হয়েছিল মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। সেখানেই তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা। নাগপুরেরই 'শিবাজি সায়েন্স কলেজ' থেকে ভূ-বিজ্ঞানে (Geology) বি.এসসি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। এরপরে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-বিজ্ঞান বিভাগ থেকে তিনি ভূতত্ত্বে এম.এসসি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে একজন মহিলার পক্ষে ভূ-বিজ্ঞানের মতো একটি চ্যালেঞ্জিং এবং মাঠপর্যায়ের (Fieldwork) বিষয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া বেশ ব্যতিক্রমীই ছিল। তাঁর পরিবার থেকেই তিনি পড়াশোনা এবং বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছিলেন।

বর্ষা আগলাওয়ে একজন প্যালিওন্টোলজিস্ট হিসেবে ডাইনোসরের আচরণ এবং তাদের বাসা বাঁধার ধরণ নিয়ে বিশেষ গবেষণা করেছেন। মধ্য ভারতের সালবার্দি,ঘোরপেন্ড অঞ্চলে ডাইনোসরের ডিম পাড়ার বা বাসা বাঁধার বিশেষ স্থান আবিষ্কারে তিনিই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই বিশেষ নেস্টিং সাইট বা বাসা বাঁধার স্থানটি ছিল মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলা এবং মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার সীমানাবর্তী সালবার্দি ও ঘোরপেন্ড গ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল।প্রাকৃতিকভাবে পাথরের খাঁজে খোদাই করা এই সাইটটিতে একাধিক ডাইনোসরের বাসা এবং ২৪টিরও বেশি গোলাকার জীবাশ্মীভূত ডিমের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। এই অঞ্চলের জীবাশ্মগুলো মূলত ভূতাত্ত্বিক 'লামেটা ফরমেশন'-এর অন্তর্গত নদী অববাহিকার পলিমাটি এবং ধূসর-হলুদ রঙের চুনাপাথর মিশ্রিত বেলেপাথরের স্তরে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলেই 'সালবার্দি-বেলখের অভ্যন্তরীণ অববাহিকা' (Salbardi-Belkher Inland basin) বিশ্বমঞ্চে ডাইনোসরদের একটি প্রধান প্রাচীন বাসস্থান (Palaeo-habitat) হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে ডিম ও বাসাগুলো আপার ক্রিটেসিয়াস (ম্যাসট্রিচিয়ান) যুগের , যা আজ থেকে প্রায় ৬.৬ থেকে ৭ কোটি বছর আগের সময়কালকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, ঠিক যে সময়ে পৃথিবী থেকে ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, এটি তার ঠিক আগের সময়কার প্রাচীন ইতিহাস। বর্ষা আগলাওয়ে তাঁর গবেষণায় ডিমের খোসার সূক্ষ্ম মাইক্রোস্ট্রাকচার, আকার ও গঠন পরীক্ষা করে এগুলোকে 'মেগালোলিথাস' (Megaloolithus) ওওস্পেসিস (Oospecies) বা ডিমের প্রজাতি হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এই ডিম ও বাসাগুলো মূলত বিশালাকার, চার পায়ের এবং তৃণভোজী সোরোপড (Sauropod) প্রজাতির ডাইনোসরদের ছিল। তবে এই অঞ্চলের আশেপাশে কিছু মাংসাশী থেরোপড (Theropod) ডাইনোসরের হাড়ের জীবাশ্মও পাওয়া গিয়েছিল।

এর আগে ভারতের জবলপুর বা নাগপুর অঞ্চলের আশেপাশে ডাইনোসরের বাসার সন্ধান মিলত। বর্ষা আগলাওয়ের এই সালবার্দি-ঘোরপেন্ড অঞ্চলের আবিষ্কারটি ডাইনোসরদের প্রাচীন ভৌগোলিক সীমানা (Palaeogeographic boundary) পুনর্গঠনে সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা যোগ করে। তাঁর এই যুগান্তকারী কাজ ভারতের মেরুদণ্ডী প্রাণী সংক্রান্ত প্যালিওন্টোলজি (Vertebrate Palaeontology)-র ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমানে এই অঞ্চলটিকে একটি আন্তর্জাতিক জিও-ট্যুরিজম সাইট (Geo-tourism site) বা জিও-পার্ক হিসেবে গড়ে তোলারও চেষ্টা চলছে।

পাশাপাশি লেটক্রিটেসিয়াস,প্যালিওসিন পলল, কে-টি বাউন্ডারি (K-T boundary) এবং সাতপুরা,গোন্ডোয়ানা অববাহিকার জীবাশ্ম গবেষণাতেও তিনি ছিলেন একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ। পৃথিবীর ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক সময়ের পলল বা সেডিমেন্ট নিয়ে তিনি কাজ করেছেন।

বর্ষা আগলাওয়ে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন 'ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্স'-এ। কিন্তু সেখানে তিনি বেশিদিন কাজ করেননি। ১৯৯২ সালে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-তে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন। সেই বছরেই লখনউতে পরাগরেণু ও রেণু বিষয়ক গবেষণার জন্য তৈরি করেছিলেন অত্যাধুনিক 'পলিনোলজি ল্যাবরেটরি'। বিগত ৩৪ বছর ধরে তিনি জিএসআই-এর মধ্য, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় শাখা এবং কেন্দ্রীয় সদর দফতরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। মহাপরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার ঠিক আগে তিনি কলকাতায় জিএসআই-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন।

মহাপরিচালকের দায়িত্ব নেওয়ার পরে বর্ষা আগলাওয়ের চোখে শুধু ইতিহাস গড়ার আনন্দ নয়, রয়েছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের খনিজ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহজ কথা নয়। দায়িত্ব নিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর লক্ষ্য। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকা দুর্লভ খনিজ খুঁজে বের করা থেকে শুরু করে সমুদ্রের তলদেশে খনিজ অনুসন্ধান সবক্ষেত্রেই গতি আনতে চান তিনি। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, হিমবাহের গলন এবং ধ্বসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোকেও তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

বর্ষা আগলাওয়ের এই উত্তরণ ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরুণী এবং নারী গবেষকদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM) চর্চায় এবং ভূ-বিজ্ঞানের মতো চ্যালেঞ্জিং পেশায় আসতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করবে।